চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 12 March, 2019 ■ আগরতলা, ১২ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ২৮ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আইনজীবীর মৃত্যু ঃ রিপোর্টে মিলল অমিল সরকারকে হলফনামা দিতে বলল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। তরুণ আইনজীবী ভাস্কর দেবরায় মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের প্রাথমিক রিপোর্টের সাথে ময়না তদন্তের রিপোর্টের বিস্তর ফারাক রয়েছে। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই, প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি ত্রিপুরা সরকারকে হলফনামা দিতে বলেছেন এবং পরবর্তী শুনানির দিন আগামী ২৩ মার্চ ধার্য্য করেছেন। বুধবার ওই আইনজীবীর মৃত্যুর ঘটনায় ত্রিপুরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলার শুনানি শেষে এ-কথা বলেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মন। তিনি বলেন, চিকিৎসায় গাফিলতিতেই ভাস্কর দেবরায়-র মৃত্যু হয়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই, আদালতের কাছে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছি, বলেন তিনি। এদিকে,

ডেথ অডিট টিম দায়ি করল ২ চিকিৎসককে, বরখাস্তের সুপারিশ

স্বাস্থ্য দপ্তরের গঠিত ডেথ অডিট টিম আজ মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য সচিবের কাছে আইনজীবী ভাস্কর দেবরায় মৃত্যুর রিপোর্ট জমা দিয়েছে। স্বাস্থ্য সচিব জানিয়েছেন, ওই ঘটনার সাথে দুইজন চিকিৎসক দায়ী বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তরুণ আইনজীবী ভাস্কর দেবরায় জি বি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসায় গাফিলতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁর মৃত্যুতে জনৈক আইনজীবী মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে মামলা করেন। কারণ, পুলিশ প্রথমে ওই মৃত্যুর ঘটনায় মামলা নেয়নি বলে অভিযোগ। আদালতের নির্দেশে পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, আইনজীবী মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন, দোষীর শাস্তি প্রদানে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা হয় ত্রিপুরা হাইকোর্টে। গতকাল ওই মামলায় শুনানি ছিল। আজ ফের ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঁচে শুনানি হয়েছে।

এ-বিষয়ে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মন বলেন, আজ ত্রিপুরা সরকার আদালতে ময়না তদন্তের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি ওই রিপোর্ট আদালতে পড়েছেন। তাতে লেখা রয়েছে, আইনজীবী ভাস্কর দেবরায়-র বাম পা এবং বুকের হাড় ভাঙা ছিল। এছাড়াও, শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অথচ, হাসপাতালের রিপোর্টে তার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন কিংবা পা ও হাড় ভাঙার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ ছিলনা, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, আজ ময়না তদন্তের রিপোর্টে আমাদের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, ময়না তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী স্পষ্ট চিকিৎসায় গাফিলতিতেই ভাস্কর দেবরায়-র মৃত্যু হয়েছে।

পুরুষোত্তমববাবু বলেন, চিকিৎসায় গাফিলতিতে কারোর মৃত্যু কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপিতে যোগ দিয়েই রাজ্যসভার টিকিট পেলেন জ্যোতিরাদিত্য

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.) ।। মধ্যপ্রদেশে রাজ্যসভার নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হলেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। পাশাপাশি আট রাজ্যের ৯টি রাজ্যসভার আসনের জন্য দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি।

বুধবার জগত প্রকাশ নাড্ডার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দেন জ্যোতিরাদিত্য। গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেস আর আগের মতো নেই। জনগণের সেবা না করে হতাশায় ভুগছিলাম। দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতেই নিরাপদ। বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতির বৈঠক বুধবার অনুষ্ঠিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমল নাথ সরকার টিকবেই, আশাবাদী কংগ্রেস বিধায়করা

নয়াদিল্লী/ভোপাল, ১১ মার্চ (হি.স.)।। কমল নাথ সরকার টিকিয়ে রাখতে কোনও সমস্যাই হবে না কংগ্রেসের। প্রবল আশাবাদী মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস বিধায়করাউ আগামী ২০২৩ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারই মধ্যপ্রদেশের ক্ষমতায় থাকবে, বুধবার এমনই দাবি করেছেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা বালা বচ্চন। আবার কংগ্রেস নেত্রী শোভা ওঝার মতে, 'বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমরাই প্রমাণ করব।' আরও সুর চড়িয়ে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস বিধায়ক অর্জুন সিং জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় থাকবে কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার নয়াদিল্লীতে বিজেপির সভাপতি জে পি নাড্ডা কংগ্রেস ছেড়ে আসা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে দলে বরণ করে নেন। ছবি-ফেইসবুক।

১০৩২৩ চাকুরী বাঁচাতে ভেলিডেশন এক্ট চালু করার জন্য অর্ডিন্যান্স আনার আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। ফের রাজ্যের এডহক শিক্ষকদের বাঁচানোর জন্য ভেলিডেশন এক্টের তাস খেলা হচ্ছে। সংবিধান মেনে এই এক্টের ক্ষমতা কতটুকো তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এডহক শিক্ষকদের চাকুরী বাঁচাতে ভেলিডেশন এক্ট চালু করার জন্য অর্ডিন্যান্স আনার আবেদন জানালেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা। কারণ, চাকুরী হারানোর জ্বালায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা উৎশৃঙ্খল আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। বুধবার আল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড টিচার্স সংগঠনের সভা শেষে এ-কথা সংগঠনের কর্মকর্তা প্রদীপ বণিক।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় পূর্বতন সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লির হিংসা নিয়ে মুখ খুললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উত্তাল সংসদ, মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.)।। দিল্লির হিংসা নিয়ে অবশেষে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই হিংসার সঙ্গে যুক্তরা কেউই রেহাই পাবে না বলে সাফ জানিয়েছেন তিনি।

দিল্লির হিংসা নিয়ে সংসদে আলোচনা চেয়ে দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছিল কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল হোলির পরে বিষয়টি লোকসভায় আলোচনা হবে। সেই অনুযায়ী এদিন লোকসভায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহ বলেন, দিল্লি হিংসায় জড়িত কাউকেই রেয়াত করা হবে না, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, যে অঞ্চলেরই হোক না কেন। এ হিংসাকে 'পূর্ব-পরিকল্পিত চক্রান্ত' বলে দাবি করেছেন তিনি। অন্যদিকে, দিল্লি হিংসা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশের প্রশংসা করে শাহ বলেন, ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে সফল হয়েছে দিল্লি পুলিশ। ২৪ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টো হিংসার প্রথম খবর আসে, ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টায় শেষ খবর পাওয়া যায়। তাঁর কথায়, "আমি রেকর্ডে বলছি, ২৫ ফেব্রুয়ারির পর, সংঘর্ষের কোনও ঘটনা ঘটেনি। এই সংঘর্ষের ঘটনার রাজনীতিকরণ করার চেষ্টা হয়েছে"। বিরোধীদের প্রবল কটাক্ষের মধ্যেই তিনি বলেন, "পুলিশ কী করছিল, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সাংসদরা। প্রশ্ন তোলা, বিরোধীদের অধিকার। কিন্তু যখন পুলিশ সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিল, সংঘর্ষের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিল, আমাদের বোঝা উচিত"।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সংঘর্ষের ঘটনার ভিডিও চেয়েছে সরকার। তাঁর কথায়, "আমরা হাজারখানেক ভিডিও পেয়েছি। অভিযুক্তদের খুঁজতে আমরা মুখ দেখে চিহ্নিত করছি। এটা একটা সফটওয়ার, ফলে, তা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে হতে পারে না"। এদিন অধিবেশনের শুরু থেকেই সরকারপক্ষকে তুলোধোনা করে বিরোধীরা। বেশ কিছুক্ষণ বিরোধীদের হট্টগোলে অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। এরপর সন্ধেবেলা দিল্লি হিংসা নিয়ে বলতে ওঠেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানান, দিল্লি পুলিশ খুব বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি আয়ত্বে এনেছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে ৩০০ দুষ্কৃতী আনা হয়েছিল হিংসা ছড়ানোর জন্য। উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লির হিংসায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে অমিত শাহের পদত্যাগ দাবি করে কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলগুলি।

হোলির ছুটির পর বুধবার ফের শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় ভাগ। কিন্তু, শুরুতেই উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসা-সহ অন্যান্য ইস্যুতে বিরোধী সাংসদদের হই হট্টোগোলের কারণে মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই দিল্লি-হিংসা নিয়ে বিরোধী সাংসদদের শ্লোগানের কারণে রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর দু'টো পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যে স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি পিছিয়ে যাচ্ছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা। বাড়ানো হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাম্মানিক। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান। তিনি বলেন, সারা ভারতের সাথে মিলিয়ে গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়কাল পিছিয়ে মে-জুন মাসে করার দাবি ছিলো দীর্ঘদিনের। শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রী সকলেরই এই দাবি ছিলো। কিন্তু এই দাবির যৌক্তিকতা এতোদিন মূল্যায়ন করা হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার সকলের দাবি মেনে সবদিক বিবেচনা করে গ্রীমকালীন ছুটি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তা দেওয়া হবে ১৭ মে থেকে ৭ জন পর্যন্ত। আগে দেওয়া হতো এপ্রিল মাসে। শিক্ষামী শ্রীনাথ বলেন, গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে এসেই এই সিদ্ধান্ত। এতে শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা গ্রীষ্মের সময়ে গ্রীষ্মকালীন ছুটি উপভোগ করতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনাকালে শিক্ষামন্ত্রী জানান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল এগিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাথে কথা বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল মে মাসের শেষ সপ্তাহে এবং মাধ্যমিকের ফলাফল জুন মাসের একেবারে প্রথমেই প্রকাশ করা হতে পারে বলে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এবছরই প্রথমবার মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন কেন্দ্র বিকেন্দ্রীকরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগে শুধু আগরতলাতেই মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হতো। এবছর আগরতলা ছাড়াও উদয়পুর এবং কুমারঘাটেও মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন কেন্দ্র চালু করা হবে। তবে, উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আগরতলাতেই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে, বলেন তিনি।

উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সাম্মানিক বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, আগে প্রতিটি উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ৬ টাকা করে দেওয়া হতো। এবছর তা বৃদ্ধি করে প্রতি উত্তরপত্রে ১০ টাকা করা হয়েছে। এদিন তিনি জানান, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে ১৬ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিলের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে ছুটির দিন থাকলেও কাজ করতে হবে। ছুটির দিনের জন্য পরবর্তীতে কমপেনসেটরি লিভ দেওয়া হবে সংশ্লিষ্টদের। তিনি বলেন, প্রায় চার হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা উত্তরপত্র মূল্যায়নের সাথে যুক্ত হবেন। যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকা উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত হবেন তাদের সকলের কাছে শিক্ষামন্ত্রী অনুরোধ জানান সকলেই যেন দায়িত্ব নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, শিক্ষক শিক্ষিকাদের দায়িত্বের উপরই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাই উত্তরপত্র মূল্যায়নে অবশ্যই যত্নবান হতে হবে, যাতে পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীদের কোনও অসুবিধার সম্মখীন না হতে হয়। তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ি হাসপাতাল চৌমুহনিতে বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ কর্মকার। বাড়ি জোলাইবাড়ি পেশায় গ্যারেজ কর্মী।

মঙ্গলবার অপর একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল বিশ্বজিৎ। তাকে প্রথমে জোলাইবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে শান্তিরবাজার হাসপাতালে পাঠানো হয়। শান্তিরবাজার থেকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে সেখান থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই তার মৃত্যু হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করেছে। বাইক দুটি থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ।

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬২, নয়া নির্দেশিকা জারি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.)।। বুধবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ জনউকেরলের ৮ জন, একজন রাজস্থান এবং একজন দিল্লি। গোটা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৬২। যদিও বেসরকারি মতে, আক্রান্তের সংখ্যা ৬২-এরও বেশি।

ভারতে করোনাভাইরাসে সংক্রমণ দিন দিন বেড়েই চলেছেউ কেরলে আরও দু'জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কেরলে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১২, বুধবার সকালে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪-তে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার রাতে কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা জানিয়েছেন, কেরলে আরও দু'জনের শরীরে কোভিড-১৯-এর সন্ধান মিলেছে। গত ৭ মার্চ ইতালি থেকে কোচি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসেছিল ৩ বছরের শিশু। ওই শিশু করোনা-সংক্রমিত ছিল। ওই শিশুর বাবা-মায়ের শরীরেও করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। সবমিলিয়ে কেরলে এখনও পর্যন্ত কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪।

মরুরাজ্য রাজস্থানেও করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। এই প্রথম করোনা-হানার শিকার হয়েছে রাজস্থান। রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে ৮৫ বছরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুদের বধিরতা দূর করার জন্য ককলিয়া ইমপ্লান্ট সার্জারি শুরু রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। শিশুদের বধিরতা দূর করার জন্য ককলিয়া ইমপ্লান্ট সার্জারি শুরু হল ত্রিপুরায়। কেন্দ্রীয় প্রকল্প এডিআইপি স্কিম-এর সহায়তায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জিবি হাসপাতালে এই চিকিৎসা হবে। বুধবার খোয়াই জেলার পহরমুড়া এলাকার এক শিশু পুষ্পিতা পালের ককলিয়া ইমপ্লান্ট সার্জারি হয়েছে। ডাঃ অমিতাভ রায়চৌধুরী জিবি হাসপাতালের দুই চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে এই অপারেশন করেছেন। এর ফলে শিশুটি পুনরায় কানে শুনতে পারবে বলে চিকিৎসকরা আশা প্রকাশ করেছেন। এখন থেকে নিয়মিতভাবে এই অপারেশন হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব ড় দেবাশিস বসু।

জন্মগত বধিরতা এক ভয়ঙ্কর সমস্যা। বিশেষ করে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল পরিবারের জন্য ওই রোগের চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য সচিব জানিয়েছেন, এই চিকিৎসায় সমস্ত খরচ মিলে এক রোগীর প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়ার কথা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও ত্রিপুরা সরকার যৌথভাবে ওই চিকিৎসায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আজ এক শিশুর ককলিয়া ইমপ্লান্ট সার্জারি হয়েছে।

শিশুদের বধিরতা দূর করার জন্যককলিয়া ইমপ্লান্ট সার্জারি করা হল জিবিতে। ছবি নিজস্ব।

খোয়াই জেলার পহরমুড়া এলাকার পঙ্কজ চন্দ্র পালের শিশুকন্যা পুষ্পিতা পাল জন্ম থেকেই কানে শুনতে পারত না। এর পর তার বহু চিকিৎসা করা হয়েছে। কিন্তু কোনও ভাবেই সে সুস্থ হচ্ছিল না। অবশেষে জিবি হাসপাতালে এই রোগের অপারেশন বিনামূল্যে করা হবে জানতে পেরে গতকাল মেয়েকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করেন তার বাবা পঙ্কজ পাল।

তাঁর স্ত্রী আজ জানিয়েছেন, মেয়ে পুনরায় কানে শুনতে পারবে, কথা বলতে পারবে তা ভাবতেই দারুণ আনন্দ হচ্ছে। তিনি জানান, জিবি হাসপাতালে এই চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সচিব বলেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীন এই চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। ককলিয়া ইমপ্লান্ট সার্জারির পুরো খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে। তিনি বলেন, আরও প্রায় ১০ শিশুর এই অপারেশন হবে শীঘ্রই।

সাব্রুমে আইসিপি স্থাপনের জন্য ৩৬৫ কোটি টাকা মঞ্জুর কেন্দ্রের ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সাব্রুমে প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণের জন্য সিঙ্গল স্কিমে ৩৬৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। শুধু তা-ই নয়, গত ২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ত্রিপুরা অতিরিক্ত ২৫০০ কোটি টাকা পেয়েছে। দ্রুত উন্নয়নশীল শহর ও রাজ্য হিসেবে আগরতলা ও ত্রিপুরাকে পুরস্কৃত করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী ডেকে পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত জনজাতি সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্বোধন করে এই কথাগুলো বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি যোগ করেন, জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে তাঁর সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের জনজাতিদের ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ করে চলেছে। তাদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। তাঁর কথায়, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে এডিসি-র নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। কারণ, শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি জেলা নিয়ে নয়, গোটা ত্রিপুরার ৮ টি জেলার সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে এডিসি। তাই এডিসি-কে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৮৬০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ চেয়ে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ৪২টি দফতরও তাদের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে তাতে।

তাঁর বক্তব্য, এই সময়ের মধ্যে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম পাল্টে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নামে নামাঙ্কিত করা, তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন, তাঁর জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা, গড়িয়া পূজার জন্য দু দিন ছুটি ঘোষণা, সরকারি অনুষ্ঠানে রিসার ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে এই জনজাতি সংস্কৃতিকে বৃহত্তর মঞ্চে পৌঁছে দেওয়া, সবই জনজাতিদের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের মতে, এরই অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো চারদিনব্যাপী এই জনজাতি সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে আলাদা আলাদা জনজাতির নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। যা অন্য কোনও জায়গায় দেখা যায় না। তিনি বলেন, ত্রিপুরার দুজন জনজাতিকে পর পর দু বছর পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ত্রিপুরার জনজাতীদের জাতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৫২ ▫ ১২ মার্চ ২০২০ইং ▫ ২৮ ফাল্গুন ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ক্ষুদ্র শিল্পের বিড়ম্বনা

কথায় ও কাজে যদি মিল না থাকে তাহা হইলে সমস্যা গুরুতর হইতে বাধ্য। ইহা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শুধু দেশ নহে, পরিবার, সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়ে যদি সেখানে কথায় ও কাজে সমন্বয় না থাকে। ত্রিপুরায় শিল্প প্রসারের জন্য রাজ্য সরকার শিল্প নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, শিল্প প্রসারে অগ্রণী ভূমিকার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু, বাস্তব অবস্থা কি? এরাজ্যে তো শিল্পের দফারফা হইয়াই আছে। বাম আমলে শিল্প বিকাশের কথা মুখে যতখানি উচ্চারিত হইয়াছে আসলে বাস্তব ক্ষেত্রে হইয়াছে বিপরীত। বোধজংনগরে বহু শিল্প পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে। মাফিয়ার যন্ত্রণায় এই শিল্পপতিরা বাপ বাপ বলিয়া পালাইয়াছেন। নয়া জমানায় শিল্পের ঢল নামিয়াছে এমন দেখা যাইতেছে না। শিল্প এরাজ্যে ঘুমাইতেছে। কারণ শিল্পনীতি কাগজেপত্রে সীমাবদ্ধ থাকিতেছে। বাস্তবের পরশ সেখানে নাই। এরাজ্যের মুদ্রণ শিল্প তো মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার এরাজ্যের ছাপাখানার সঙ্গে যুক্তদের একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন। বাম আমলে বেসরকারী স্থানীয় ছাপাখানা মালিকদের যৎসামান্য বই ছাপানোর কাজ জুটিত। কিন্তু, গেরুয়া আমলে এরাজ্যে প্রেস মালিকদের আবেদন নিবেদন উপেক্ষা করিয়া বহিঃরাজ্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে বরাত দেওয়া হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠিবে একদিন এরাজ্যে ক্ষুদ্র মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা যে সাহায্য পাইয়াছেন গেরুয়া আমলে সমস্ত আবেদন নিবেদনের কোনও মূল্যই রহিল না? একটি কল্যাণকামী সরকারের কাছে তো মানুষের প্রত্যাশা অনেক। ছোট ছোট ছাপাখানা মালিকরা বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্নপত্র ছাপাইয়াও জীবিকা নির্বাহ করিতেন। সেখানেও পড়িয়াছে কোপ। প্রশ্নপত্রও ছাপাইতে পাঠানো হইয়াছে বহিঃরাজ্যে। এই যে মানসিকতা, রাজ্যকে বঞ্চিত করিয়া বহির্রাজ্যের প্রতি আকর্ষণ তাহা তো রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবারই সামিল।

ত্রিপুরায় মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে পুস্তক ব্যবসায়। সারা রাজ্যে পুস্তক ব্যবসায়ের সঙ্গে বহু মানুষ জড়িত। সেখানে পড়িয়াছে কোপ। আজ কঠিন সংকটে পুস্তক ব্যবসায়ীরা। তাহারা রাজ্যে ২৪ ঘন্টা ধর্মঘট পালন করিয়াছে, মিছিল ধর্ণাও করিয়াছে। ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স এসোসিয়েশনের পক্ষে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, স্কুলে সিলেবাস ও বই পরিবর্তন করায় ও সেই নতুন বই ছাপাইযা আনিয়া পুস্তক ব্যবসায়ীদের জন্য না দেওয়ায় রাজ্যের পুস্তক ব্যবসায়ীরা বিরাট ক্ষতির মুখে পড়িয়াছেন। ক্লাস ওয়ান হইতে অষ্টমশ্রেণী পর্য্যন্ত স্কুলে স্কুলে বিনামূল্যে বই দেওয়া হইতেছে। তাহাতে পুস্তক ব্যবসায়ীরা কিছু না বলিলেও নবমশ্রেণী ও তাহার উপরের ক্লাশগুলির বই বিক্রির দায়িত্ব দেওয়া হইতেছে না। এবিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা নিয়া জোর প্রশ্ন তুলিয়াছে পুস্তক ব্যবসায়ীরা। পুস্তক ব্যবসায়ীরা স্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছেন শিক্ষামন্ত্রীর অমানবিক ভূমিকায় পুস্তক ব্যবসা তলাইয়া যাইবে। রাজ্যে বার শতের বেশী পুস্তক ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। পুস্তক ব্যবসায়ীরা জানাইয়াছেন এসোসিয়েশনের সদস্যদের স্বাক্ষর সম্বলিত মানবিক আবেদনপত্র দেশের প্রধানমন্ত্রী ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো হইবে।

ত্রিপুরায় শোচনীয় পর্য্যায়ে আছে পুস্তর ব্যবসা ও ছাপাখানা ব্যবসায়। এই ত্রিপুরা রাজ্যে এক সময় এই মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে হাজার হাজার কর্মীর জীবন জীবিকা নির্ভর করিত। কিন্তু, আধুনিক উচ্চমানের মুদ্রণ মেশিনের আগ্রাসনে ক্ষুদ্র মুদ্রণ শিল্পের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। মুদ্রণ শিল্পে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটিয়াছে। সোজা কথায় মুদ্রণ শিল্পে চলিয়াছে মাৎস্যন্যায়। বড় মাছ যেমন ছোট মাছগুলিকে ভক্ষণ করে ঠিক তেমনি বড় আধুনিক মুদ্রণ মেশিন ছোট মেশিনগুলিকে গ্রাস করিয়াছে। এই যখন পরিস্থিতি তখন দেখা গেল শিল্পের বাঁচিয়া থাকিবার ন্যূনতম সুযোগ নাই। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির অনুদার নীতি ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে সংকট তীব্রতর হইয়াছে। যাহা কাটাইয়া উঠা সহজ কাজ নহে।

সহজ ও অনলাইনে ছাড়পত্রের উদ্যোগ এডিডিএ র

দুর্গাপুর, ১১ মার্চ(হি.স.): ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জমির ছাড়পত্র দেরিতে। আর তার জেরে বাড়ছে খরচের বহর। উদ্যোগপতিদের মনোবল ভেঙে পড়ছে। সমস্যায় আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের উদ্যোগপতিরা। এবার আরও সহজ এবং অনলাইনে ছাড়পত্র দেওয়ার উদ্যোগ নিল আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ (এডিডিএ)। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানাল এডিডিএ কর্তৃপক্ষ।

শিল্পাঞ্চলে জমির ছাড়পত্র পেতে নাভিশ্বাস দশা উদ্যোগপতিদের। কনজারভেন থেকে পুরোনো জমি হস্তান্তরে আবেদনের ৬ মাস থেকে ১ বছর সময় লাগছে ছাড়পত্র পেতে। ফলে বিপাকে পড়তে হচ্ছে উদ্যোগপতিদের। জানা গেছে, এডিডিএ কর্তৃক ছাড়পত্র দেওয়া হয়। আবার বিল্ডিং পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আসানসোল পৌরনিগম ও দুর্গাপুর নগরনিগম প্রয়োজনীয় অনুমতি দেয়। সেক্ষেত্রে বিল্ডিং পরিকল্পনা বিভাগগুলি জমি জরিপ ও পরিদর্শন করে। রানীগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি সন্দীপ ভালোটিয়া জানান,' ম্যানুয়াল পদ্ধতি খুবই দেরি হচ্ছে ছাড়পত্র পেতে। সমস্তরকমের নথী জমা দেওয়ার পরও প্রায় বছরখানেক লাগছে ছাড়পত্র পেতে। আমরা এডিডিএর কাছে আবেদন করেছি।' তিনি বলেন,' ছাড়পত্র দেরিতে পাওয়ায় বিনিয়োগের খরচ বাড়ে। কোন প্রজেক্টের মানসিকতা থাকলে সেটা ছাড়পত্র যখন পাওয়া যায় অনেক সময় মনোবল ভেঙে যায় উদ্যোগপতির।' সম্প্রতি ছাড়পত্র পেতে ব্যাবসায়ীদের আশারবানী শুনিয়েছে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ(এডিডিএ)। বুধবার দুর্গাপুরে নিজস্ব কনফারেন্স হলে সাংবাদিক বৈঠক করে এডিডিএ কর্তৃপক্ষ। উপস্থিত ছিলেন এডিডিএর চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। সিইও অরুন প্রসাদ। এডিডিএর চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান,' সাধারন মানুষকে সহজে পরিষেবা দেওয়ার জন্য বিশেষ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই জমির জরিপ কিম্বা পরিদর্শনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা।' তিনি বলেন,' সাড়ে ৭ কাঠা এবং তার নীচে ব্যাক্তিগত আবাসিক প্লটের কোনও ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন করার প্রয়োজন নেই। বানিজ্যিক, বানিজ্যিক আবাসন ইত্যাদি প্রকল্পের আবেদনকারীর প্রস্তাবিত বিল্ডিং প্ল্যান যদি জি৫ বা তার নীচে হয় সেক্ষেত্রে কোন জরিপ কিম্বা পরিদর্শন প্রয়োজন নেই।' তিনি বলেন,' জমিটি যদি এডিডিএ অধিগৃহীত জমির সঙ্গে জড়িত বা সম্পর্কিত হয় তাহলে পরিদর্শন কিম্বা জরিপ করা হবে। প্রকল্পের আবেদনকারীর প্রস্তাবিত বিল্ডিং প্ল্যান যদি জি৬ বা তার উপরে হয়, তাহলে পরিদর্শন কিম্বা জরিপ করা হবে।' এডিডিএর সিইও অরুন প্রসাদ জানান,' নতুন পদ্ধিতে আবাসিক ক্ষেত্রে ৪৫ দিন এবং বানিজ্যিক আবাসিক ও শিল্পক্ষেত্রে ৫০-৬০ দিনের মধ্যে ছাড়পত্র দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়াও নতুন সফটওয়ার তৈরির কাজ চলছে। আগামী এপ্রিল মাসে কার্যকরী শুরু করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। তাতে আরও সুবিধা হবে।'

গ্রেফতার করে দেখা':পুলিশকে ওপেন চ্যালেঞ্জ রোদ্দুর রায়ের

কলকাতা,১১ মার্চ (হি.স.):ফের বিতর্কে ইউটিউবার রোদ্দুর রায় ঊ মঙ্গলবারই সমাজকে কলুষিত করার অভিযোগে বেলেঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চ সংগঠনটি ঊ আর এরপরেই বুধবার ফেসবুক লাইভ করে পুলিশকে গ্রেফতার করার ওপেন চ্যালেঞ্জ দেয় রোদ্দুর রায়। অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করে "গ্রেফতার করে দেখা' এই কথা বলেন তিনি ঊ একের পর এক অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করেন তিনি।

প্রসঙ্গত,রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসবে পিঠে ও বুকে আবির দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানকে অশ্লীল ভাষায় লেখার ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়তেই নিন্দায় সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল ঊ সাংস্কৃতিক পরিবেশ কবিগুরুর গান কে নিয়ে এরকম নোংরা প্যারোডি কিভাবে কেউ করতে পারে সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে ঊ ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছুদিন আগে ঊ রোদ্দুর রায় নামে এক ব্যক্তি ফেসবুকে এবং নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান কে অশ্লীল ভাষায়।

ভ্যালারে নন্দলাল বেঁচে থাক চিরকাল

হরিগোপাল দেবনাথ

ভারতীয় রাজনীতিতে নন্দলালদের আগমন অনেক আগে থেকেই—বলতে হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হবার আগে থেকে। উল্লেখিত "নন্দলাল" চরিত্রটি আমারই ছোট বেলায় পড়া এক কবিতার চরিত্র বিশেষ। নন্দলাল চরিত্রটি এমন ভাবেই কবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে, সে ছিল আসলে এক অকমর্ণর ধাড়ি, যাকে গবেট, হাবা বুদ্ধ, অপদার্থ ইত্যাদির যে কোনটাই বলা চলে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে সে কিন্তু নিজেকে একজন অতি উঁচুদরের নেতাগোছেরই লোক মনে করে। সে আরও নিজেকে ভাবে ফাস্টক্লাস মাত্রার এক রাজনীতিজ্ঞ, সাচ্চা দেশ প্রেমিক, সমাজসেবী, সমাজ সংস্কৃতির ও হোয়াট নট। তাই সে প্রায়শই ভাবত সমাজের সেবা মূলক কাজে বেরিয়ে যদি রাস্তায় চলাকালে আচমকা গাড়ি চাপা পড়ে বেঘোরেই পৈত্রিকপ্রাণটা চলে যায় তাহলে দেশের হইবে টা কী? দেশটা যে সত্যি সত্যি এখজন সাব্যস্তের নেতা হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়বে ও দেশের যাবতীয় কাজও অচল হয়ে যাবে—তখন বেচারা দেশের লোকজনের কী গতি হবে। এরকম সাত-পাঁচ ভেবেই সে কোনওক্রমেই তার বাসস্থানের বাইরে পা রাখত না। এই সেই নন্দলাল, যাকে জনসাধারণ বিদ্রূপ করেই বলত—ভ্যালারে নন্দলাল বেঁচে থাক চিরকাল।

বস্তুতঃ আমাদের দেশটাও ছেয়ে গেছে বাস্তরের অগণিত নন্দলালদের দিয়ে। এত বেশি এদের বংশবৃদ্ধি হয়ে গেছে যে, আজকাল পর্যাপ্ত পরিমাণেই আশংকা হচ্ছে শেষে কিনা আমাদের গোটা দেশটাই রসাতলে যেতে বসে। দেশটাকে যদি একটা পছন্দসই গাড়ি বলে ভেবে নিই। আর সেই গাড়িটির যদি একের পর এক বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ যন্ত্রগুলো বিকল হতে শুরু করে তবে গাড়িটাই না এখদিন পুরো অচল হয়ে যাবার উপক্রম হয়। আমাদের দেশ তথা রাষ্ট্র এই ভারতবর্ষ আজ যে এমনই এক আশংকাপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছে গেছে, তা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখেনী। আজকের এই নিবন্ধে সেই দিকটিই তুলে ধরতে চেষ্টা কবর।

ভারতের রাজনীতিতে তথাশাযন কাজে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বাদী শক্তি ব্রিটিশদের প্রবেশের বহুকাল আগে থেকেই হুন, শক পাঠান, মোগল, খলজি, তুর্কী, ফরাসী, পর্তুগীজ ইত্যাদির আগমন ঘটেছিল বারবার। সেই সুবাদে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রায় পৌনে দু'শ বছর সহ ভারতবর্ষ অন্ততঃ পাঁচ-ছয় শ বা নিখুঁত হিসেবে তারও অধিকাল বিদেশি শাসকদের পদানত ছিল। আর ভারতীয় গোটা জনসমাষ্টির ঘটন প্রক্রিয়াগত এমনই বৈশিষ্ট্য যে, অন্যান্য জাতি বা নেশন অথবা জনগোষ্ঠীদের মত নয়। কারণ যুগে যুগে দিনে দিনে বহু জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে এদেশীয়দের সহাবস্থান হয়েছে, রক্ত মিশ্রণ ঘটেছে যেমন একদিকে, তেমনি সভ্যতারও নানাভাবে আদান প্রদানের ফলে বিমিশ্রণ ঘটেছে এ কছা অস্বীকার করার যুক্তি সঙ্গত কোন কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ রচিত আমাদের জাতীয় সঙ্গীতেও তার আভাস রয়েছে—"পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট, মরাঠা, দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ"। কবিরই লেখা এই পংক্তিটিও উল্লেখ্য---নানা ভাষা, নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান" এই প্রসঙ্গেই মহা মিলনের কথা শুনিয়েছেন তিনি এভাবে—দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে/ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। সুতরাং এবম্বিক প্রকারের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—এটাই হল ভারচীয় জনসমষ্টির মূল বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘদিন বিদেশি লুঠেরাদের অত্যাচারও নির্যাতনের শিকার হওয়ায়, এককে সময়ে বিদেশী এককে গোষ্ঠীর শাসকের পাল্লায় পড়ে ও শোষিত -শাসিত- নির্যাতিত হয়ে ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও আদর্শের অনেকটাই খুইয়ে বসে আজকের ভারতীয় জনসমষ্টির যে আদর্শটা আর পূর্বের মতটা নেই। তা বোধ হয়, ব্যাখ্যা কারর দরকার হয় না। একারণেই ভারতীয় জনতার মানসিকতা ও মননশীলতার মধ্যে যে বৈচিত্রপূর্ণ চঞ্চলতা ও স্থৈর্যের অভাব রয়েছে ও অপরদিকে দৃঢ়তারও অভাব রয়েছে উচ্চ মনশীলতারও অভাব রয়েছে। কার্যকারণেই আরেকটু বলতে হচ্ছে। ব্রিটিশরা চলে যাবার আগে থেকেই পাকাপোক্ত কৌশল স্থির রেখে এদেশের মাটিতে তাদেরই অনুগত বশংবদদের বাছাই করে এক সম্প্রদায়ের হাতে পাকিস্তান সঁপে দিয়ে গেছেও এপারে আরেক গোষ্ঠীর হাতে ভারত তথা ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে গেছে। আর উক্ত দুই সম্প্রদায়ের শাসক গোষ্ঠীটাই হচ্ছে পুঁজিদের দালাল শ্রেণির ও সাম্রাজ্য বাদী মননশীলতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। পাকিস্তানের শোষণ মনোবৃত্তি ও আচরণ আর ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারে যখন যারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন ও করছেন তাদেরও শোষণবৃত্তি ও আচরণই যথেষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

এই পরিস্থিতিতে যারা ক্ষমতা লোভী ও ক্ষমতাপাগল, ভোগবিলাসী, আত্মম্ভরিতায় ভুগছে, নাম যশ লাভে উদগ্রীব, সাধারণত এই শ্রেণির লোকেরাই ব্রিটিশশাসন মুক্ত ভারতের রাজনৈতিক ময়দান জাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে। ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দৌলতে কার্যকরী রয়েছে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিরা ব্যবস্থা। সুতরাং ১৮ বছর বয়সটা হলেই তার হাতে তুলে দেওয়া একখানা ব্যালট পেপার। এবার রাম, শ্যাম, যদু, মধু তুমি যে-ই হও ভোট দাও যারে খুশী তারে দাও, ফলে সমাজচেতনা মূলক বিচার ধারা নিয়ে ভোট দান হয় না, তাই ভোটপ্রর্থীর ব্যষ্টি, চরিত্র না বিচার করেই বিচার এসে যায় কোন দলকে জিতাতে হবে। আর দল নির্বাচনও হয়ে থাকে কে কোন দল থেকে কী কী পেয়েছে, কতটুকু বা পেয়েছে, জিতিয়ে দিলে ভবিষ্যতে কী কী পাবে, প্রধানতঃ এই বিচারধারার ওপরে। আমাদের দেশে প্রকৃত বিচারে শিক্ষিতের হার কম বলে, মানুষের অর্থাৎ ভোটদাতাদের সমাজ সচেতনতা, নৈতিকবোধ, আদর্শ বিচার নেই অথবা তলানিতে ঠেকে গেছে বলেই নগদ অর্থ, দাদন বিলি, ভর্তুকী বা অনুদান প্রাপ্তি অগ্রিম প্রতিশ্রুতির নামে প্রলোভন, মিথ্যা প্রচার বা প্রতারণা, ঘুষের লেন দেন বা কোন কোন রকমের সুযোগ সুবিধা আদান প্রদানের ভিত্তিতেই নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা মজবুত রয়েছে। আর এরও পেচনে রয়েছে পুঁজিবাদী করপোরেট মালিকানা কলকাঠি নাড়াবার জন্যে। ফলে পুঁজিপতিরা যাকে যাকে বা যে দলকে জেতাবেন স্রেফ তাদেরই স্বার্থে,জনগণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সাধারণত তারাই ভোটে জয়ী হয় ও সকার তৈরি করে। সুতরাং বলার অপেক্ষা থাকে না যে ব্রিটিশ শোষকরা দেশ ছেড়ে গেলেও দেশি শোষকর বহাল তবিয়তে, তারাই ক্ষমতার মঞ্চে ও তারাই শোষকের ভূমিকায় খেলা চালান প্রকাশ্যে না এসে দক্ষ বাজিকরের মত আড়াল থেকে দড়ি টেনে বা রিমোট কন্টোলরের মাধ্যমে। বিগত ৭২ বছর ধরে এই রাজনৈতিক মুনাফাখোর ব্যবসাদারেরাই ভারতের মসনদ আগলে রেখেছেন শুধু তাদেরও তাদের শ্রেণির স্বার্থে। তাই বলা যায়, ভারতের মত দেশে গণতন্ত্র হল সেই প্রক্রিয়া—যা পুঁজিপতি বা ধনিক শ্রেণির জন্যে, মাফিয়া ও মস্তানদের দ্বারা, স্বার্থবাদী ও ক্ষমতালোভীদের, স্বার্থে প্রচলিত ভোট শিকারের উত্তম পন্থা। বুদ্ধির বয়স হবার পর থেকে তাই দেখে চলেছি।

এমনতর পরিস্থিতিতে, রাজনীতির প্লে-গ্রাউন্ডে যারা পাক্কা খেলোয়াড়, তাদেরকিছু কৌশল কসরৎ ও শিখতে হয়, যেমনটা ভালও সুনাম অভিনেতা বা অভিনেত্রী হতে হলে অভিনয় বিদ্যা আয়ত্ত করার সঙ্গে হয় গায়ক গায়কী কিংবা নর্ত্তক নর্ত্তকী হওয়া চাই। আর ভারতের মত দেশ, যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াশ মানুষ দু'বেলা খেতেই পায় না বা বড় সংখ্যার জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষাও চিকিৎসার ন্যুনতম গ্যারান্টি নেই, সে দেশের মানুষকে প্রলোভনে কথার ফুলজুরিতে ভুলিয়ে প্রয়োজনে হুমকি বা তর্জন গর্জন শুনিয়ে, কোথাও ক্যাডার বা প্রশাসনকে অন্যায়ভাবে কাজ্যেলাগিয়ে , কোথও নেহাৎ প্রয়োজনের তাগিদে গুণ্ডা বা সুপারী কিলার লাগিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করিয়ে নেওয়া পাক্কা খেলুড়েরের পক্ষে কঠিন কাজ কিছুই নয়।

ঠিক এ ধরনের দক্ষ খেলুড়েরাই চির কাল দিশাহীন ও নীতি আদর্শ বির্জিত রাজনৈতিক মঞ্চে বাজিমাত করে চলবে এতে আশ্চর্যন্বিত হবার কীই বা রয়েছে। ধরা যাক, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আসীন রাজনীতিকদের কারোর কারোর কথা। তাদের নির্বাচনী বিশদ প্রতিশ্রুতিগুলি খেলাপ হয়েছে। তাদেরই অপকর্ম বাভুল সিদ্ধান্ত ও মতলবাজির ফলে উদ্ভুত নানাবিধ সমস্যায় দেশ এখম শোচনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশা জনক। মুদ্রাস্ফীত একন ৭.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিগত ১১ বছরের মধ্যে রেকর্ড।দেশের বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকারের। কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রায় অচলাবস্থা চলে এসেছে। এন আর সি, ক্যা ও এন পি আর, জি এসটি, দেশের কালো বাজারী ও পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বিদেশে পালিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্ককে বিপন্ন করা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও গোয়ার্তুমির কারণে দেশের জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত হানা, ইত্যাদির ফলে ভারতবর্ষের সামনে অশিনিসংকেত ঘনায়মান। এমতবাস্থায়, যুদ্ধাস্ত্র বহনকারী বিমান, সাবমরিন, মহাকাশযান, ডিজিটাল পদ্ধতির কথা, স্বচ্ছ ভারতের কথা--- ইত্যাদি নানা রকমের চমকদার বুলি শুনিয়ে মন্ত্র মুগ্ধের মত দেশবাসীদের একটা অংশকে ভুলিয়ে রাখার মত খুব সূক্ষ্ম রকমের দক্ষতা নিয়ে এখন দেশের নেতৃগর্ব সহাস্য বদনে বিরাজ করছেন। তাই, তাদের কথা ভাবতে বললেই ছোট বেলাকার পাঠ্য বইয়ের সেই নন্দলালের একটা কাল্পনিক চিত্র চোকের সামনে অর্থাৎ মানসিক পাটে ভেসে ওঠে। তবে, বলতেই হবে কে, আজকের নন্দলারা আরও দড়, দক্ষ ও শেয়ানা।

বিবেকানন্দ, তিলক ও ব্রিটিশবিরোধী প্রতিরোধ

গৌতম রায়

নয়ের দশকের সূচনাপর্বে কালিকট বিশবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের এক আলোচনাচক্রে বিবেকানন্দ সম্পর্কে এক অসামান্য মূল্যায়ন করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ। তিনি বলেছিলেন, কেবলমাত্র নিজের চোখ দিয়েই বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সমাজকে দেখেননি। ভারতবর্ষের সমাজকে ব্যাখ্যা করেননি। এই দেখার ভিতর দিয়েই নিজের উপলব্ধি করা ভারতবর্ষকে তিনি চেয়েছিলেন একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক,গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, রাজনৈতিক ভারত হিসেবে পরিস্ফুট করে তুলতে। শঙ্করাচার্য বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করে তাঁর চিন্তাভাবনাকে তিনি বিকশিত করলেও শঙ্করের সেই বেদান্ত দর্শনের মূলে ছিল যে জাতপাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে সংগত করার প্রচেষ্টা, বিবেকানন্দ কিন্তু তার থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছিলেন।

বিবেকানন্দ জাতপাত প্রথার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সংহত করেছিলেন। সমবেত করেছিলেন এই ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাধারণ মানুষের ভেতরে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। যে শূদ্র শাসনের তত্ত্বের কথা বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সেই শূদ্র শাসন হলসর্বহারার শাসনের একটি হিন্দু রূপান্তর (পাঠক এখানে 'হিন্দু' শব্দটির সঙ্গে আজকের রাজনৈতিক হিন্দুদের একাত্মা করে দেখবেন না)।

বিবেকানন্দের সমসাময়িককালে কেরালায় ছিল বল্লাহীন জাপতাত ভিত্তিক শোষণ ব্যবস্থা। সেই শোষণ ব্যবস্থার ভায়াবহতা দেখে বিবেকানন্দ চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, এই জাতপাত ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দেশ হল প্রকৃতই এক উন্মাদগার। সমাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সবদিক থেকেই সাম্যের প্রতি নিজের আস্থার কথা বিবেকানন্দ দ্বিধাধীন কণ্ঠে স্বীকার করে গিয়েছিলেন। একথা থেকে কিন্তু এটা মনে হয় না যে, বিবেকানন্দকে একজন সমাজতান্ত্রী বা মার্কসবাদী বলা হচ্ছে।

মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর কোনও পরিচয় ঘটেছে, এমন কোনও ইতিহাসগত বিবরণ আমরা পাই না। এসব সত্ত্বেও গণতান্ত্রিকসমাজ বিদ্রোহী হিসেবে আমরা বিবেকানন্দকে চিহ্নিত করতে পারি। আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে

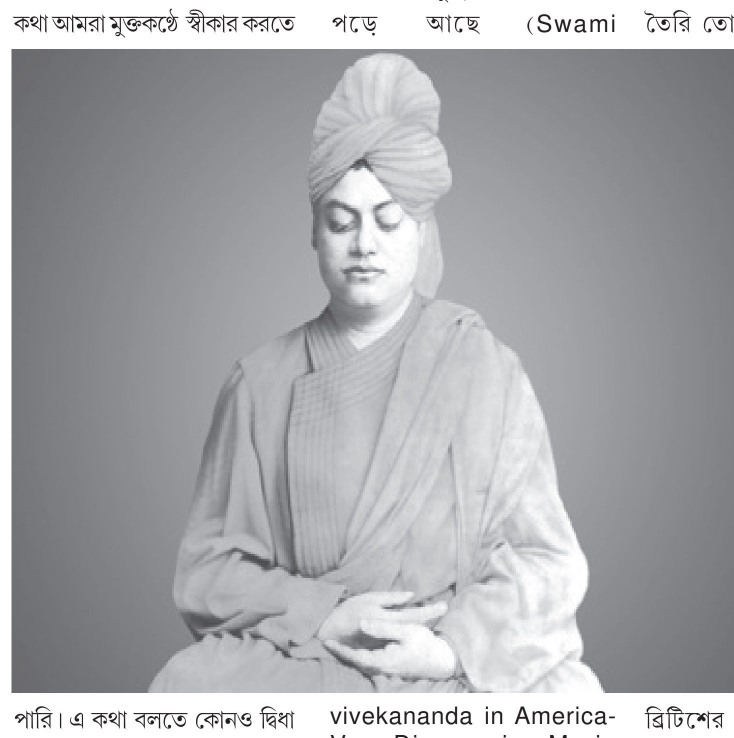

পারি। এ কথা বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে, তাঁর প্রজন্মের সহকর্মীরা যে কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাজের উপরে দাঁড়িয়েই পরবর্তী সময় মার্কসবাদের উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন এবং বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। যাঁরা নিজেদের বিবেকানন্দের অনুগামী হিসেবে দাবি করে থাকেন, সেই দাবির পাশাপাশি তাঁরা ভুলে যান বিবেকানন্দ্রে বিপ্লবী শিক্ষাকে। তাঁদেরকে আজ মনে করিয়ে দিতে হবে বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মপদ্ধতির প্রকৃত ব্যাখ্যা ভেতর দিয়ে বিবেকানন্দ ঠিক কী চেয়েছিলেন।

আমেরিকা সফরকালেই বিবেকানন্দ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিহিংসায় বিশ্বাস না করতে পারে কিন্তু ইতিহাসের প্রতিশোধকে যে কথনও অগ্রাহ্য করতে পারবে না। ইংরেজের উপরে ইতিহাসের সেই প্রতিশোধ নামবে। তারা আমাদের গলায় পা দিয়ে থেঁতলে গেছে। নিজেদের সুখের প্রয়োজনে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত চুষে খেয়েছে। লুটে নিয়ে গিয়েছে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা। আর আমাদের দেশের মানুষ সারাটা দেশজুড়ে পেটে হাত দিয়ে পড়ে আছে (Swami vivekananda in America-Vew Discoveries-Marie Louise Burke, Advaita Ashraman calcutta, 1966, Page-66)।

অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষাতেই তিনি বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এক হাতে বাইবেল অন্য হাতে বিজেতার তরবারি নিয়ে ইংরেজ তোমরা আমাদের দেশে গিয়েছো। আমাদের পায়ের তলায় দলছে, ধুলোর মমতো তুচ্ছজ্ঞান করেছ। তোমরা মাংসাশী জানোয়ার। মদ খাইয়ে তোমরা আমাদের অধঃপতিত করেছ। অসম্মানিত করেছ আমাদের নারীকে। বিদ্রুপ করেছে আমাদের ধর্মকে (The Daily Chronicle (England), quoted in Indian Mirror, 28,11,1893)। আমেরিকার সভ্য সমাজের কাছে ব্রিটিশ ভারতকে কী দিয়েছে তার উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, তিনটি 'ব'। বাইবেল, বিয়ার আর বেয়োনেচ (ম্যারি লুট বার্ক-এর পূর্বোল্লিখত গ্রন্থের পৃ,৫৯৮)।

অত্যন্ত আধুনিক গবেষণার উপর দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের আমেরিকা পর্বের এই ধারাভাষ্যকার মেরি লুই বার্ক বলছেন, ভারতের মানুষ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিক ব্রিটিশের দাসত্ব শৃঙ্খল এটা অন্তর থেকে চাইতেন বিবাকানন্দ। ভারতের মানুষের তৈরি তোপের মুখে উড়ে যাবে ব্রিটিশের স্বৈরাচারের দুর্গ, এটা বিবেকানন্দের বিশ্বাস ছিল। মানুষের তোপ থেকেযে আগুন জ্বলবে, সেই আগুন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়বে, সেটা অন্তর থেকে বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের তৈরি আগুনে ধ্বংস হবে ব্রিটিশের স্বৈরাচারের বনিয়াদ। সেই যুদ্ধে প্রথম রক্ত দেবেন তিনি নিজে। এক্ষেত্রে যে নেতৃত্ব দিতে তিনি দ্বিধা করবেন না বিবেকানন্দ, তা তাঁর বহু কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে মেরি বার্ক অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন (ঐ, পৃ-২৬)।

পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফেরার পর স্বৈরাচারী ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়ানো নেতৃত্ব দেওয়ার এই চিন্তা যে বিবেকানন্দের মনের ভিতর খুব গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল, তা অত্যন্ত স্পষ্টবাবে জানা যায় বিবেকানন্দের দুই ভাবশিষ্য সিস্টার ক্রিস্টিন এবং মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন সূত্র থেকে।

সিস্টার ক্রিস্টিন এবং সি ম্যাকলাউডের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন সূত্র থেকে।

সিস্টার ক্রিস্টিনকে উদ্ধৃত করে বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, স্বামীজির জীবনের কিছু অংশ আমাদের দেশের মানুষের কাছে এখনও অজানা থেকে গেছে। আমাদের দেশের খুব কম মানুষই জানেন যে, সন্ন্যাস জীবনের প্রথম দিকে বিবেকানন্দের বিতর রাজনৈতিক বৈপ্লবিক ভাব ছিল।

আমাদের দেশকে বিদেশি শাসনের কবল থেকে মুক্ত করে আনতে তিনি আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সেই প্রচেষ্টায় তিনি সফল হতে না পারলেও ব্যর্থতার কারণ তিনি পর্যালোচনা করে স্বতন্ত্র পথে প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন। সেই পথেই তাঁর ভাবনাচিন্তাকে প্রসারিত করেছিলেন।

সিস্টার ক্রিস্টিন বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করায় স্বামীজি উত্তর দিয়েছিলেন, বিদেশি শাসন উচ্ছেদ করার জন্য ভারতীয় রাজাদের নিয়ে একটি শক্তিজোট করার পরিকল্পনা আমার মাথায় ছিল। সেজন্য আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র পায়ে হেঁটে ঘুরেছি। এইজন্য আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাকসিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব পর্যন্ত করেছিলাম।

কিন্তু দেশের ভিতর থেকে আমি কোনও সাড়া পাইনি দেশটা মৃত। ভূপেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন নিজের এই সব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরও কিছু পরিকল্পনার কথা বিবেকানন্দ সিস্টার ক্রিস্টিনকে বলেছিলেন, কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির কারেণই সিস্টার ক্রিস্টিন ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছেও বিবেকানন্দের সেই সব পরিকল্পনাগুলি ব্যক্ত করেননি স্পষ্টবাবে জানা যায় বিবেকানন্দের দুই ভাবশিষ্য সিস্টার ক্রিস্টিন এবং মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন সূত্র থেকে।

সিস্টার ক্রিস্টিন এবং সি ম্যাকলাউডের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন সূত্র থেকে।

সিস্টার ক্রিস্টিনকে উদ্ধৃত করে বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, স্বামীজির জীবনের কিছু অংশ আমাদের দেশের মানুষের কাছে এখনও অজানা থেকে গেছে। আমাদের দেশের খুব কম মানুষই জানেন যে, সন্ন্যাস জীবনের প্রথম দিকে বিবেকানন্দের বিতর রাজনৈতিক বৈপ্লবিক ভাব ছিল।

(চলবে)

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার আগরতলায় ডিওয়াইএফ ও টিওয়াইএফ এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

শিলচরের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি লেবে বিস্ফোরণ, চার আহত শিক্ষার্থী, সংকটজনক দুই

শিলচর (অসম), ১১ মার্চ (হি.স.) : শিলচরের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন (কেমিস্ট্রি) বিভাগের লেবরেটরিতে সংঘটিত বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন এম.এসসি-র প্রথম সেমিস্টারের চার শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক। অতি সংকটজনককে পাঠানো হয়েছে গুয়াহাটিতে। ঘটনা বুধবার বেলা প্রায় সোয়া ১২টা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। শিলচরে অবস্থিত অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাশ করছিলেন এমএসসি-র প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীরা। সে সময় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়। বিস্ফোরণের ফলে চোখ, হাত, কপালে এসিড ও কাঁচের টুকরো পড়ে আহত হয়েছেন বিপাশা সেনগুপ্ত, পঞ্চতপা সেন, সৌরভ পাল এবং তন্ময় সাহা। অতি সংকটজনক বিপাশা সেনগুপ্তকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁর চোখে এসিড ও কাঁচের টুকরো পড়েছে।

অন্যদিকে, হাত ও কপালে রাসায়নিক দ্রব্য ও কাঁচের টুকরো পড়ে গুরুতর আহত পঞ্চতপা সেনকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের সার্জারি বিভাগে ভরতি করা হয়েছে। বিস্ফোরণে সামান্য আহত সৌরভ পাল এবং তন্ময় সাহাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্নাকোত্তর বিজ্ঞানের ছাত্রী পঞ্চতপা সেন হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানিয়েছেন, আজ দুপুর প্রায় সোয়া ১২টা সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। তাঁরা তখন কেমিস্ট্রি লেবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। বার্নারে সালফিউরিক এবং নাইট্রিক এসিড ঢুকিয়ে সংমিশ্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিপাশার লেবে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে বিপাশার চোখে এসিড এবং গ্লাসের টুকরো ঢুকে পড়েছে। এতে বিপাশা গুরুতর জখম হয়েছেন। পঞ্চতপার কপাল ও হাতে আঘাত লেগেছে।

বিস্ফোরণের সত্যতা স্বীকার করেছেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রদোষকিরণ নাথ। তিনি জানান, কী করে এই বিস্কোরণ ঘটেছে তার সঠিক কারণ বলেতে পারছেন না এই মুহূর্তে। আপাতত আহতদের চিকিৎসায় যাতে কোনও খামতি না ঘটে সে ব্যাপারে নজর রাখা হচ্ছে। বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন জ্ঞান পাণ্ডে। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রদোষকিরণ নাথ-সহ অন্যদের সঙ্গে তিনিও সিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন আহত ছাত্রী পঞ্চতপার খোঁজখবর নিয়েছেন।

এদিকে বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। কারো মতে, এই চার পড়ুয়া যখন রসায়ন বিভাগের লেবে কাজ করছিলেন, তখন বিপাশার হাত থেকে রসায়ন দ্রব্য ভরতি কাঁচের পাত্র নীচে পড়ে গেলে বিপত্তি ঘটেছে। আবার কেউ কেউ বলছেন, অসতর্কতার জন্য দুটো রাসায়নিক পদার্থ মিশে এই বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তবে এর সঠিক কারণ তদন্তের পরই জানা যাবে, বলছেন অনেকে।

রাজ্যসভা নির্বাচন : বিজেপি জোট প্রার্থী বিশ্বজিৎ দৈমারির মনোনয়ন দাখিল

গুয়াহাটি, ১১ মার্চ (হি.স.) : বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর নেতা বিশ্বজিৎ দৈমারি বুধবার রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দাখিল করেছেন। অসম বিধানসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, নেডা-র আহ্বায়ক তথা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, শরিক দুই দল অগপ ও বিপিএফ সভাপতি যথাক্রমে মন্ত্রী অতুল বরা এবং বিটিসি-প্রধান হাগ্রামা মহিলারিকে সঙ্গে নিয়ে আজ বিধানসভার সচিবের হাতে তাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিশ্বজিৎ। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসও।

রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি-অগপ-বিপিএফ জোট সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় দৈমারির বিজয় নিশ্চিত বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগেও বিশ্বজিৎ দৈমারি রাজ্যসভার সদস্য হিসবে কার্যনির্বাহ করেছেন।

এদিকে ২৬ মার্চ অনুষ্ঠেয় রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য অসমে আজ নয়জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে বরিষ্ঠ সাংবাদিক অজিতকুমার ভূঞাকে বিরোধী কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ যৌথ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে।

প্রসঙ্গত রাজ্যসভার নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন ১৩ মার্চ। ১৬ মার্চ মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ১৮ মার্চ। ২৬ মার্চ সকাল ৯:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হবে।

এদিকে অসম থেকে রাজ্যসভার একটি আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছে প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ ভূবনেশ্বর কলিতাকে। বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রকাশিত প্রথম প্রার্থী তালিকায় ভূবনেশ্বর কলিতার নাম রয়েছে। দীর্ঘদিন কংগ্রেসে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভুবনেশ্বর। তিনি কংগ্রেস টিকিটে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন চারবার।

গত লোকসভা নির্বাচনে মঙ্গলদৈ আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপি-র দিলীপ শইকিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে গত বছরের ৫ আগস্ট কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে ৯ আগস্ট (২০১৯) দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছিলেন অসমের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, নিখিল ভারত কংগ্রেস নেতা, টানা দশ বছর দলের প্রদেশ সভাপতি, চারবারের সাংসদ, রাজ্যের একবারের মন্ত্রী বছর ৬৯-এর ভূবনেশ্বর কলিতা।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়া হাসপাতালে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভব্য আচরণের অভিযোগ

বাজারিছড়া (অসম), ১১ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া উপ-প্রাথমিক হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভব্য আচরণের অভিযোগ উঠেছে। বলা হচ্ছে, সাধারণ রোগী-তো বটেই, আপৎকালীন রোগীরাও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের হাতে অভব্য আচরণের শিকার হন।

সর্বশেষ ঘটনার খতিয়ান তুলে অভিযোগকারীরা বলেছেন, মঙ্গলবার হোলির দিন বিকেল প্রায় তিনটা নাগাদ দুর্ঘটনার শিকার দুই বাইক আরোহীকে চিকিৎসার জন্য বাজারিছড়া প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবার পরিবর্তে কর্তব্যরত ডাক্তারের কাছে অভব্য আচরণের শিকার হতে হয়েছে। অভিযোগ, ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. কে পান্তিলিউ রংখাই আহতদের চিকিৎসা না করে উল্টো তাদের গালাগালি দেন। খবরটি ভাইরাল হতে সময় লাগেনি। স্থানীয় জনগণ ছুটে গিয়ে অভিযুক্ত চিকিৎসককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি আহত রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য অনুরোধ জানান তাঁরা। কিন্তু কারোর কোনও কথা শুনেননি তিনি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পৌঁছলে সহকারী চিকিৎসক ডা. সুচিত্রা বর্মণ গুরতর আহতদের চিকিৎসা প্রদান করেন। স্থানীয়রা পুলিশের কাছে অভিযোগ করে বলেন, ডা. দেবজিৎ ডেকা এই হাসপাতাল থেকে বদলি হওয়ার পর বাজারিছড়া উপ-প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা লাটে উঠেছে। অথচ এই হাসপাতালির উপর নির্ভরশীল এলাকার প্রায় ২০ হাজার জনগণ। স্থানীয়রা জানান, এ ধরনের ঘটনা এই হাসপাতালে ইতিপূর্বেও বার কয়েক ঘটেছে। উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে হাসপাতালে একজন ভালো এবং জনদরদি চিকিৎসক নিয়োগ করতে এলাকার জনতা জেলা স্বাস্থ্য যুগ্ম অধিকর্তা অনুপ কুমার দৈত্যারি, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এদিকে ঘটনা সম্পর্কে অভিযুক্ত চিকিৎসক ডা. কে পান্তিলিউ রংখাই-এর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে গররাজি থাকেন।

ভুবনতীর্থের মূর্তি ও শিলা পরিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের

শিলচর (অসম), ১১ মার্চ (হি.স.) : বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শৈবতীর্থ ভুবন পাহাড়ে অবস্থিত ভুবনবাবা অর্থাৎ ত্রিলোকনাথের মন্দিরে বিদ্যমান মূর্তি ও পাহাড়ের ভিবিন্ন সানে অবস্থিত শিলা পরিদর্শন করেঠেন প্রত্নতাত্ত্বিক দফতরের বিশযজ্ঞরা। সোমবার গুয়াহাটি থেকে ভুবন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অসম রাজ্য অধিকর্তা নবজিৎ দেউরি, অফিসার সাবিনা হাসান এবং আরএস ধীরাজ নিয়োগী মূর্তি ও শিলা পরিদর্শন করেছেন।

তাঁরা ভুবন পাহাড়ের গুহা, যা রহস্যময় নীলমণ্ডপ বলে পরিচিত, তাও পরিদর্শন করে ছবি সংগ্রহ করেছেন। এ সময় পাহাড়ে অবস্থানকারী ভুবনতীর্থ উন্নয়ন ও মেলা পরিচালন কমিটির উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলাশাসক বিসি নাথ এবং ভুবন মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিভাস চক্রবর্তীর সঙ্গে এ সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করেন প্রত্নতত্ত্ব আধিকারিকরা। প্রত্নতাত্ত্বিকর প্রতিনিধি দলটি পাহাড়ে বর্তমানে চলমান যে কোনও নির্মাণ কাজ পাথর থেকে একশো মিটার দূরে রাখার জন্য কমিটির কাছে আবেদন জানান। কারণ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ সব সান দর্শনীয় করে তোলার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। এদিনই প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের আধিকারিকরা পাহাড় থেকে নেমে যান।

এদিকে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শনি রবি ও সোমবার হাজারো পুণ্যার্থী ভুবনতীর্থে গিয়ে ভুবনবাবা বা ত্রিলোকনাথ শিবের পুজো দিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। বিশিষ্ট জনের মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা শৈল চিকিৎসক ডা. কুমারকান্তি দাস (লক্ষণ দাস), ডা. রতন কুমার দাস, ডা. সৌমিত্র দেব প্রমুখ। তাঁরা ভুবন পাহাড়ে গিয়ে ভুবনবাবার পুজো দেন ও সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন।

মঙ্গলবার পর্যন্ত ভুবন পাহাড়ের সাড়ে তিন হাজার মিটার উপরে চূড়ায় বিদ্যমান মূল মন্দিরে পুণ্যার্থীর ঢল জমতে থাকলেও বিকেলের দিকে মেলা কমিটির কাউকে খোঁজে পাওয়া যায়নি। এছাড়া পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনেরও কোনও ব্যক্তিকেই দেখা যায়নি।

উল্লেখ্য বছরে তিনবার ভুবনতীর্থে প্রচুর পুণ্যার্থীর আগমন ঘটলেও একমাত্র শিবরাত্রিতেই প্রশাসন খানিকটা সজাগ দৃষ্টি রাখে। শিবরাত্রিতে যে সব প্রণামী পাওয়া যায় তা জেলা প্রশাসনের হাতে পৌঁছলেও দোল পূর্ণিমা ও বারুণী উপলক্ষ্যে পূজার্চনার প্রণামী কোথায় যায় তা নিয়ে নানা সময় প্রশ্ন ওঠে।

রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র পেশ শিবু সোরেনের

রাঁচি, ১১ মার্চ (হি.স.) : ঝাড়খন্ড থেকে রাজ্যসভার নির্বাচনের জন্য নিজের মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার(জেএমএম) বর্ষীয়ান নেতা শিবু সোরেন।

মনোনয়ন পত্র পেশের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রীরা। পাশাপাশি ছিল জোট শরিক কংগ্রেস দলের বিধায়কেরা। বিধানসভার সচিব মনেন্দ্র প্রসাদের হাতে নিজের মনোনয়ন পত্র পেশ করেন তিনি। প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম জেএমএমের দশজন বিধায়ক প্রস্তাব করেছিল।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জানিয়েছেন যে মধ্যপ্রদেশে বর্তমান পরিস্থিতির থেকে এটা স্পষ্ট বিজেপি দুই নৌকায় পা দিয়ে চলেছে। বিজেপির মুখোশ খসে পড়েছে। কিন্তু ঝাড়খন্ডের ক্ষেত্রে এমন রণকৌশল কার্যকর করতে ব্যর্থ হবে বিজেপি। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে ১৯৯৮ এবং ২০০২ সালে সংসদের উচ্চকক্ষে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন শিবু সোরেন। ঝাড়খন্ড থেকে রাজ্যসভার যে দুইটি আসন রয়েছে তাতে একটিতে জেএমএম প্রার্থী দিলেও অপরটি ছাড়া হবে জোটসঙ্গীদেরকে।

রাজ্যসভা নির্বাচনে ওয়াইএসআর কংগ্রেসের মনোনয়ন পত্র পেশ

অমরাবতী, ১১ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যসভার নির্বাচনের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ওয়াইএসআর কংগ্রেসের চারজন প্রার্থী মনোনয়ন পেশ করলেন। দলের তরফে রাজ্যসভার প্রার্থী হয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী পিল্লি সুভাষচন্দ্র বসু, রাজ্যের মন্ত্রী মোপিদেবী ভেঙ্কটরমণ, শিল্পপতি আল্লা আযোধ্যা রামি রেড্ডি, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র গ্রুপ প্রেসিডেন্ট পরিমল নাথওয়ানি। এদিন এরা প্রত্যেকে নিজেদের মনোনয়ন পত্র প্রিসাইডিং অফিসার বালাকৃষ্ণনমাচারইলুর কাছে জমা দিয়েছেন।

এদিন মনোনয়ন পেশের আগে মুখ্যমন্ত্রীর তথা ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সুপ্রিমো জগন মোহন রেড্ডির বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এই চারজন। মুখ্যমন্ত্রী দলীয় প্রার্থীদের হাতে মনোনয়নের জন্য বি-ফর্ম তুলে দেন। পরে মনোনয়ন পত্র পেশের সময় প্রার্থীদের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বোতসা সত্যনারায়ণ, রঘুনাথ রাজু, সরকারি উপদেষ্ঠা এস রামকৃষ্ণ রেড্ডি, লোকসভার সাংসদ এম ভারত সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৭৫ আসন বিশিষ্ঠ অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় ১৫১ জন বিধায়ক রয়েছে ওয়াইএসআর কংগ্রেসের। ফলে সহজেই চারটি আসনে জয়লাভ নিশ্চিত জগনের দলের। ২৬ মার্চ হবে নির্বাচন।

ডিমা হাসাও জেলায় চোরাশিকারির গুলিতে নিহত চিতাবাঘ

হাফলং (অসম), ১১ মার্চ (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় চোরা শিকারির গুলিতে নিহত হয়েছে একটি চিতাবাঘ। গত ৯ মার্চ মাইবাং মহকুমার অন্তর্গত বংকাই গ্রামের কাছে জঙ্গলে চোরা শিকারিরা চিতাবাঘটিকে গুলি করে মেরে বাঁশে বেঁধে গ্রামে নিয়ে আসে।

বুধবার বন দফতরের এক সূত্রের খবরে জানা গেছে, গত সোমবার দুই চোরা শিকারি বংকাই গ্রামের কাছে জঙ্গলে শিকারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ চিতাবাঘটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এক জন শিকারির ওপর আক্রমণ করে। চিতাটির আক্রমণে ওই শিকারি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। চবে তার সঙ্গী অপর শিকারি সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলে চিতাবাঘটিকে। এর পর মৃত চিতাটিকে বাঁশের বেঁধে নিয়ে আসে গ্রামে। সূত্রটি জানিয়েছে, খবর পেয়ে বনবিভাগের কর্মীরা বংকাই গ্রামে গিয়ে মৃত বাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

এদিকে বাঘের আক্রমণে আহত শিকারিকে হাফলং সরকারি হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে জঙ্গলে বন্যপ্রাণী হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। এমন-কি এনিয়ে সজাগতা চালানো হলেও ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন স্থানে হরিণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান বন্যজন্তু অবাধে হত্যা করে চলছে চোরা শিকারিরা। কিন্তু ডিমা হাসাও জেলার বনবিভাগ এ-নিয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে পশুপ্রেমীরা অভিযোগ তুলেছেন।

অন্যদিকে পাহাড়ি জেলার পশুপ্রেমীরা এই চিতাবাঘ হত্যার ঘটনায় সরব হয়ে উঠেছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এ সব চোরা শিকারিদের গ্রেফতার করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা দিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বনবিভাগের কাছে দাবি জানিয়েছেন বন্য প্রাণীপ্রেমীরা।

কেরলে সংক্রমিত আরও দু’জন

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসে সংক্রমণ দিন দিন বেড়েই চলেছেঊ কেরলে আরও দু’জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কেরলে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১২, বুধবার সকালে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪-তে পৌঁছেছেঊ মঙ্গলবার রাতে কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা জানিয়েছেন, কেরলে আরও দু’জনের শরীরে কোভিড-১৯-এর সন্ধান মিলেছেঊ গত ৭ মার্চ ইতালি থেকে কোচি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসেছিল ৩ বছরের শিশুঊ ওই শিশু করোনা-সংক্রমিত ছিলঊ ওই শিশুর বাবা-মায়ের শরীরেও করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ সবমিলিয়ে কেরলে এখনও পর্যন্ত কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪।

মরুরাজ্য রাজস্থানেও করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সন্ধান মিলেছেঊ এই প্রথম করোনা-হানার শিকার হয়েছে রাজস্থানঊ রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধের শরীরের নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছেঊ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুবাই থেকে জয়পুরে এসেছিলেন ওই বৃদ্ধঊ তাঁর শরীরের মারণ এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছেঊ ওই রোগীকে সওয়াই মান সিং হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের (ভারত সরকার) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ জনঊ কেরলের ৮ জন, একজন রাজস্থান এবং একজন দিল্লিঊ গোটা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৬০ঊ যদিও বেসরকারি মতে, আক্রান্তের সংখ্যা ৬০-এরও বেশি।

কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিযুক্ত শিবকুমার, দিল্লিতে অনিল চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিযুক্ত হলেন ডি কে শিবকুমার। বুধবার ডি কে শিবকুমারকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছেঊ এছাড়াও কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে ঈশ্বর খান্দ্রে, সতীশ জারকিহোলি এবং সেলিম আহমেদকে।

ছয়ের পাতায়

পুঞ্চে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

পুঞ্চ, ১১ মার্চ (হি. স.) : জঙ্গিদের ভারতীয় ভুখণ্ডে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের। বুধবার পুঞ্চের শাহপুর এবং কিরনি সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। মর্টার, মাঝারি ও ছোট স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে চলে গোলাবর্ষণ। পাল্টা জবাব দেয় ভারত। দুই তরফের মধ্যে তুমুল গুলি বিনিময় চলতে থাকে। ভারতের বসতিপূর্ণ গ্রামগুলিকেও লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। তার জেরে সাধারণদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত থেমে থেমে দুই তরফে গোলাগুলি চলছে।

নির্লজ্জভাবে ঘোড়া-কেনাবেচা করা হচ্ছে, মধ্যপ্রদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন গেহলট

জয়পুর, ১১ মার্চ (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট।

অর্থ বলের জোরে মধ্যপ্রদেশে নির্লজ্জের মতো ঘোড়া-কেনাবেচা করেছে বিজেপি, দাবি করেছেন তিনি। বুধবার জয়পুরের বিমানবন্দরে ৯৫ জন মধ্যপ্রদেশের দলীয় বিধায়কদের আনতে যান ম্যুমন্ত্রী অশোক গেহলট।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, নির্লজ্জ ভাবে ঘোড়া-কেনাবেচা করা হচ্ছে। বিধায়কদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সিবিআই এবং ইডিকে দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। ইলেকট্রোলার বন্ডের নামে দেশজুড়ে বড় দুর্নীতি চলছে। বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা মনে করেন যে গোটা দেশ বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন তিনটি বিলাসবহূল বাসে করে বিধায়কদের রিসোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অবশেষে সচল হচ্ছে পাথারকান্দি ট্রেজারি অফিস নিয়োজিত নয়া আধিকারিক

পাথারকান্দি (অসম), ১১ মার্চ (হি.স.) : অবশেষে সচল হচ্ছে পাথারকান্দি ট্রেজারি অফিস। নতুন আধিকারিক নিয়োজিত করা হয়েছে পাথারকান্দিতে। দীর্ঘ দিন থেকে ট্রেজারি অফিসে কোনও আধিকারিক না থাকায় চাকরিজীবীরা খুবই অসুবিধায় ছিলেন। মাসিক বেতনের বিল পাশ-সহ নানা অর্থকরী বিল পাস করাতে সমস্যা হত স্থানীয়দের। বিষয়টি নিয়ে এলাকার সমস্যাগ্রস্তরা পাথারকান্দির স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বলা হচ্ছে, বিধায়কের চেষ্টাতেই নিয়োগ করা হয়েছে নতুন ট্রেজারি অফিসার।

বুধবার পাথারকান্দি শিক্ষক সংস্থা পদাধিকারী খাজান উদ্দিন সিদ্দেকি জানান, বিষয়টি বিধায়কের নজরে আনা হলে তিনি তড়িঘড়ি তা করিমগঞ্জের জেলাশাসকের দৃষ্টিগোচর করেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়। জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ওয়াহিদুল ইসলামকে পাথারকান্দি ট্রেজারির অতিরিক্ত দায়িত্বভার সমঝে দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ দিন পর ট্রেজারির অফিসার সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার জন্য শিক্ষক সংস্থা বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও জেলাশাসক আনবামুথান এমপিকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারির পর বিটিসিতে মূর্তি স্থাপন শাসক দল বিপিএফ-এর, ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

চিরাং (অসম), ১১ মার্চ (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর অধীন বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) নির্বাচনের দিন-তারিখ ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেছে। এর পরও বুধবার বিটিএডি-র চিরাং জেলা সদর কাজলগাঁওয়ে সংগঠিত বিশিষ্ট দুই ব্যক্তির মূর্তি সংস্থাপনকে কে কেন্দ্র করে শাসক দল বিপিএফ-এর বিরুদ্ধে নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা।

আজ সকাল দশটায় বিটিসি-র পরিষদীয় নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এর পর বেল ১১টায় কাজলগাঁও জেলা কেন্দ্রে চত্বরে চিরাং জেলা বিপিএফ সভাপতি তথা বিটিসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান পানিরাম ব্রহ্ম ভারতরত্ন ভূপেন হাজরিকা এবং বড়োফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মে দুটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন। এ ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন বিরোধী দল ইউপিপিএল-এর নেতা রৌণগৌরা নার্জারি।

রৌণগৌরা নার্জারির বক্তব্য, এ ধরনের কার্য গণতন্ত্রের পরিপন্থী। নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারির পর এভাবে দুটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন কার্যের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বিধি ভঙ্গের দায়ে সংশ্লিষ্ট শাসক দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচন যাতে মুক্ত ও অবাধ হয় তার দাবি জানান ইউপিপিএল-এর নেতা রৌণগৌরা নার্জারি।

বুধবার ২৯নং আসাম রাইফেলস এর উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হয় খোয়াই জেলায়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রসুন ডাল তড়কা

উপরকরণ: ডাল প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করতে ৩,৪ কাপ ডাল। ১/৪ চা-চামচ হলুদ। ১ চা-চামচ লবণ। ১ চা-চামচ তেল। ৩ কাপ জল।

ডালের জন্য: ১ চা-চামচ ঘি/ মাখন। ১ চা-চামচ জিরা। ১ চিমটি হিং। ৩ কোয়া রসুন কুচি করা। ১টি কাঁচামরিচ। আধা চা-চামচ আদা পেস্ট। ১৫৪ চা-চামচ হলুদ। আধা চা-চামচ লাল মরিচের গুঁড়া আধা কাপ জল। ২ টেবিল -চামচ ধনেপাতা -কুচি। ১ চামচ লেবুর রস।

তাড়কার জন্য: ১ চা-চামচ ঘি। ২ কোঁয়া রসুন -কুচি। ১টি শুকনা লাল-মরিচ ভাঙা। ১/৪ চা-চামচ লাল-মরিচের গুঁড়া। ১ টেবিল -চামচ ধনেপাতা-কুচি।

পদ্ধতি: প্রথমে প্রেসার কুকারে ডালসহ লবণ, হলু, জল তেল দিন। পাঁচচি শিস দেওয়া পর্যন্ত সেদ্ধ করুন। এবার প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করা ডাল ভালোভাবে ঘুটে নিন নাড়ানির সাহায্যে। একটা প্যানে ঘি দিয়ে জিরা ও হিং দিন। তারপর এবার রসুন-কুচি, কাঁচামরিত, আদা বাটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ুন। তারপর হলুদ ও মরিচ গুঁড়া দিন। অল্প আঁচে রান্না করুন। এই মসলার মিশ্রণ প্রেসার কুকারে ঘুটে রাখা ডালের মধ্যে ঢেলে ভালোভাবে মিশিয়ে আধা কাপ জল দিয়ে নেড়ে নিন। জল কম /বেশি দিয়ে ডালের ঘনত্বটা পছন্দ অনুযায়ী করতে পারেন)। এবার ডালটা আবার রান্না করুণ যতক্ষণ না ডালের মধ্যে সেই মসলার মিশ্রণ ভালোভাবে মিশে যায়। রান্না হয়ে এলে এর মধ্যে ধনেপাতা -কুচি ও লেবুর রস দিয়ে আরও একটু নেড়ে নামিয়ে নিন।

একটি প্যানে ঘিয়ের মধ্যে রসুন কুচি, শুকনা লাল মরিচ কিছুক্ষণ ভেজে, লালমরিচের গুঁড়া ও ধনেপাতা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে সেই ডালের উপর তাড়কা দিয়ে দিন। ব্যাস তৈরি মজার ডাল। ভাত অথবা রুটির সঙ্গে পরিবশেন করুন।

শীতে যে কারণে গাজরের হালুয়া খাওয়া ভালো

গাজরের হালুয়া অনেকেরই পছন্দ। মিষ্টি এই খাবারে থাকে নানা পুষ্টিগুণ যা শীতে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে শীতকালে গাজরের হালুয়া খাওয়ার উপকারিতাগুলো জানানো হল। গাজর ভিটামিন এ,সি, কে এবং আঁশ সমৃদ্ধ। গাজরের ভিটামিন এ দৃষ্টি শক্তি উন্নত করে। সেই হিসেবে গাজরের হালুয়াতেও এসব ভিটামিন থাকে। হালুয়াতে দুধ মেশানো হয়। ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন যুক্ত করে। হালুযাতে কাজুবাদাম ও কিশমিশ যোগ করলে প্রোটিন ও অ্যানটিঅক্সিডেন্টয়ের চাহিা পূরণ হবে। ঘি ভালো চর্বির উৎস। যা হালুয়া তৈরি করলে শীতের কারণে হওয়া শরীরের ব্যথা দূর হয়। ঘি স্বাস্থ্যকর । তারপরও এড়াতে চাইলে এক টেবিল-চামচ মাখন দিতে পারেন। শীতে বুকের ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গাজরের ভিটামিন ‘এ’ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সংক্রমণ প্রতিরোধ সাহায্য করে। কিছু বিশেষ কারণে মৌসুমি খাবার খাওয়া উচিত। যেমন সূর্য রশ্মি ক্ষতিকর দিকে থেকে বাঁচতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করি। গাজর বিটা-ক্যারটিন সমৃদ্ধ যা অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। আর শীতেই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে এই রশ্মি।

কাঠমালতির গ্রাম

রাজধানী খুব কাছে। মাটের পরপর মাঠ গাঁদা কিংবা গ্ল্যাডিওলাসের চাষ হচ্ছে। যেন ফুলে ফুলে ভরা একটি স্বর্গ। ঢাকা থেকে দিনে গিয়েই বেড়িয়ে আসা যায়।

শুক্রবার সকাল। সকালের জল খাবার পর মোটর -সাকিল নিয়ে কাচুপুরের দিকে চললাম। কাচপুর সেতুর কাছে পৌঁছতে আধঅ ঘণ্টা সময় পার। তারপর থেকেই শ্যামল সবুজ আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা। একন ইরি ধানের মৌসুম। মাঠে-ক্ষেত্রে ইরি ধান রোপনের ধুম। চলতি পথে বেশ কিছু বীজতলা চোখে পড়ল। এসব দেখে দেখে পছ চলছি।

এভাবেই কখন যে লাঙ্গলবান্দ পেরিয়ে এসেছি বুঝতে পারিনি। এখন মীরকুন্দি গ্রামের উপর দিয়ে যাচ্ছি। একটু পরপর মানুষের কোলাহল, ভিড় আর পাশেই ব্রহ্মপুত্র নদের শীর্ণ স্রোতধাবার বুকে নজরকাড়া বেদের বহর। আর প্রতিটি বানির সামনে শিমের মাচায় ঝুলে থাকা শিম। একেবারে মুগ্ধতার ভরা দৃশ্য । ছবি মূহুর্কে কাটাই। তারপর আবার এগিয়ে চলা। যাচ্ছি স্বাবদি গ্রামে।

স্বাবদি যাওয়ার জন্য বিখ্যাত। বলা যায় ফুলের গ্রাম। এখানে গাঁদা, গ্ল্যাডিওলাসের ক্ষেত পথে পথে। এসব ছাঁপিয়ে স্বাবদি বিখ্যাত কাঠমালতির জন্য। স্বাবদি হল কাঠমালতির গ্রাম। কাঠমালতি থেকে তৈরি হওয়া গাজরার চালান যায় এখন থেকে সারা দেশে।

চলতে চলতে মিনারা আর কাইকার টেকের মতো অসংখ্য গ্রাম পেছনে ফেলে স্বাবদি পৌঁছতে দুপুর হয়ে যায়।

পুরো গ্রামটাই কাঠমালতিতে ঘেরা। মুগ্ধতার মধ্যেই চোখে পড়ে স্বাবদি বাজার আক কালি মন্দির। খুব ক্ষিদা পেয়েছিল, প্রথমে বাজারে যাই। নাম মাত্র বাজার। খাবার বলতে জিলাপি শিঙ্গাড়া আর মিষ্টি। দুপুরে মিষ্টি খেতে মন সায় দিলনা। আধা কেজি আঙ্গুর কিনে কাছেই খেয়াঘাটে যাই।

এখানে অনেক নৌকা পারপারের জন্য বসে আছে, ওপারের নবীনগর সবার গন্তব্য হলেও বিকালবেল াকাছে-দূরের অনেকে ছেলে-মেয়ে নৌকায় চড়ে ব্রহ্মপুত্র নদ ঘুড়তে এসেছে।

খেয়াঘাট এখানে একটি প্রাচীন বটগাছের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বটতলায় দাঁড়িয়ে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ। পাশের কালিমন্দির আমাদের আলাপের বিষয়। মন্দিরটি খুব পুরাতচন। তবে এলাকার লোকেদের মতে যতটা পুরাতন আমার ঠিক ততটা পুরান মনে হল না। মন্দিরের পাশে একটি মসজিদ রয়েছে, দেখলেই বোঝা যায় মসজিদটি একেবারে নতুন তৈরি করা। একন ও রং-পলেস্তার কিছুই করা হয়নি।

শ্রী শ্রী রক্ষা কালি মন্দির। জনৈক দ্বারিকা নাথ এর প্রকিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাতা সময়কাল ছিল, এখন মুছে গেছে। চৌদ্দশ সাত বাংলা সালে এটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। দ্বারিকানাথ টাকুর নারায়নগঞ্জ টান বাজারের বাসিন্দা ছিলেন। একশত বছর অতিক্রম করা মন্দিরটি আমরা ঘুরে দেখি। মন্দিরের চুড়ায় কোটরে টিয়া পাখির বাসা, এখানে অনেক টিয়াপাখির বাস। পাসের বটগাছটিও টিয়া পাখির আবাস গড়ে ওঠার অন্যতম কারম হতে পারে। বটগাছের ফল আবার টিয়াপাখির প্রিয় খাবার। এবার মটরসাইকেল রেখে পায়ে হেঁটে পথ চলি। চলতে চলতে আগের চেয়ে বেশি অবাক বিস্ময়ে রাস্তার দুধারের কাঠমালতি দেখি।

বেদের বহর। এখানে অনৈক গাঁদা ও গ্লাডিওলাসের ক্ষেতে রয়েছে। দুপুর হলেও ক্ষেতে বেশি কিছু অল্প বয়সি ছেলে-মেয়ের ভিড়। সবাই এখানে বেড়াতে এসেছে। এমনটা নাকি প্রতিদিনই ঘটে। বেড়াতে এসে এসব তরুণ-তরুণীরা ফুলও কিনে নেয়। ক্ষেত মালিক এভাবে ফুল বিক্রি করে অভ্যস্ত।

এসব দেখতে দেখতে ক্ষেত্রে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করি, যতদুর চোখ যায় ফুল আর পুল। এভাবে ফুলের মধ্যে বসে কতনা বিকেল কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব ভাবতে ভাবতে ক্ষেত ছেঁড়ে এবার স্বাবদি গ্রামের গাজরা তৈরির কারখানা বা গাজরার কারিগরদের খোঁজ পাশের বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াই।

চলতি পথে আমার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল গরুর পাল। রাস্তার দুধারে কাঠমালতির অঢেল সমারোহ। এখানে প্রকিটি বাড়িকেই গাজরা তৈরির কারখানা বলা হয়।

কালিমন্দিরের উপর জোড়া ঠিযাপাখি। কালিমন্দিরের উপর জোড়া টিয়াপাখি। আমি এক এক করে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ঢুঁ মারি। প্রায় সব বাড়িতেই কাঠমালতির ফুল আর গাজরা তৈরি হতে দেখলাম। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা এই কাজে বেশি নিয়োজিত হলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনও গাজরা তৈরির কাজ করেন। গাজরায় অভিভূত হয়ে ভুলতেই বসেছিলাম আমাকে ডাকায় ফিরতে হবে। ফিরতে ফিরতে কাঠমালতির শোভা দেখি। এ সময় বাড়ির মহিলারা রাস্তার দারে কাঠমালতি গাছ থেকে ফুল তোলায় ব্যস্ত। এখানে মহিলাদের পেশাই হল কাঠমালতি সংগ্রহ।

আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, এক ব্যাগ কাঠমালতির জন্য গাছ-মালিক তাদের ২০ টাকা দিয়ে থাকেন। রাস্তার দুপাশে সারিসারি কাঠমালতি গাছ পাশের বাড়ির মালিকের । তবে খাস জমির কাঠমালতি সরকার ইজারা দিয়ে থাকেন। ইজারাদার তাদের নিজস্বা শ্রমিক দিয়ে ফুল তুলে তা বিক্রি করেন, আবার নিজেরাই ফুলের কলি দিয়ে গাজরা করে তা শহরে পাঠিয়ে দেন। কাঠমালতির ক্ষেত। শহর থেকেও অনেক পাইকার চলে আসেন গাজরার জন্য। পাইকাররা গাজরা, গাঁদা, ও গ্লাডিওলালস ফুল কিনতে কিছুক্ষণের মধ্যে স্বাবদি চলে আসবে। এদিকে পেটের ক্ষিদে আকাশ ছুঁয়েছে। সুতরাং পাইকারের অপেক্ষায় না থেকে ঢাকা ফেরার পথ ধরি!

প্রয়োজনীয় তথ্য

নারায়নগঞ্জ বন্দর উপজেলায় অবস্থিত স্বাবদি একটি ফুলের গ্রাম। দিনে গিয়ে দিনেই ফেরা যায়। নারায়নগঞ্জ গিয়ে পাঁচ নম্বর ঘাট হয়ে শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে স্বাবদি যাওয়া যায়। মদনপুর বা লাঙ্গলবান্দ হয়েও স্বাবদি যেতে পারেন। যেবাবেই যান গুলিস্তান বা যাত্রাবাড়ি থেকে বাসে চড়ে বসুন।

কাঠমালতি ফুল। কাঠমালতি ফুল। একঘমটায় স্বাবদি পৌঁছে যাবেন। নিজসব বাহন হলে লাঙ্গলবান্দ হয়েই স্বাবদি যাওয়া ভালো এবং এখানে দল বেঁধে গেলে মজাই অন্যরকম। একসঙ্গে লাঙ্গলবন্দ, স্বাবদি, সোনাকান্দা-দূর্গ এবং সোনারগাঁ ঘুরে আসা যাবে। দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে নিন। অথবা ফেরার পথে মদনপুরের কাছে দুপরের খাবার খেয়ে নিন।

উচ্চতা নিয়ে আর লজ্জা নয় ?

লম্বা হওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে হাঁটাচলা করার সময়, বসার সময় সঠিকভাবে ঘাড় ও মেরুদন্ড সোজা রাখবেন। ঘুমানোর সময়ও ঘাড় সোজা রেখে ঘুমানোর চেষ্টা লম্বা হবার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। যাদের উচ্চতা কম, তাদের অনেকেই নিজের খর্বতা নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগেন। কম উচ্চতার জন্য কেউ কেউ আবার ব্যক্তিত্বহীনতাতেও আক্রান্ত হন। প্রাকৃতিকভাবে শরীরের উচ্চতা একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে আর বাড়ে না। সে ক্ষেত্রে নিজের স্বাভাবিক উচ্চতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু মার্কিন স্টাইল বিশেষজ্ঞ উইলহ্যাম লোগান জানাচ্ছেন, বিশেষ কয়েকটি উপায় অবলম্বন করলে খাটো মানুষদেরও কিছুটা লম্বা দেখায়। জেনে নেয়া যাক সে উপায়গুলো। এমন জামা পরুন, যেগুলিতে লম্বা লম্বি স্ট্রাইপ রয়েছে। আড়াআড়ি অর্থাৎ হরাইজন্টাল স্ট্রাইপ দেয়া জামা পরবেন না। লম্বালম্বি স্ট্রাইপ দেয়া জামা পরলে একটি অপটিক্যাল ইলিউশন তৈরি হয়, এবং যে কারো শরীরই একটু লম্বা দেখায়। ঢিলেঢালা পোশাক পরবেন না।

এতে শরীরকে চওড়া দেখায়। ফলে উচ্চতা আরো কম বলে মনে হয়। জুতো নির্বাচনের সময়ে সতর্ক থাকুন। যাদের উচ্চতা কম, তাদের বড় হিলওয়ালা জুতো পরার প্রবণতা থাকে। এতে একে তো গোড়ালি এবং হাঁটুর অত্যন্ত ক্ষতি হয়, পাশাপাশি আপনার জুতোর দিকে কারোর চোখ পড়লে আপনার সরীরের খর্বতা আরো বেশি করে প্রকট হয়ে ওঠে এবং তার কাছে। তার চেয়ে হিলের উপরে মোটা প্যাডিং দেয়ার জুতো পরুন। এতে হাই হিলের সমস্যাও থাকবে না, অথচ উচ্চতাও বৃদ্ধি পাবে। উর্ধাঙ্গের এবং নিম্নাঙ্গের পোশাক নির্বাচনের সময়ে একই রঙের পোশাক পরার চেষ্টা করুন। অর্থাৎ যে রঙের জামা পরছেন, সে রঙেরই অথবা তার কাছাকাছি রঙের প্যান্ট পরুন।

আলাদা আলাদা রঙের জামা প্যান্ট দর্শকদের কাছে আপনার শরীরকে দুভাগে ভাগ করে দেয়। ফলে আপনার উচ্চতাও কম লাগে। কিন্তু মোটামুঠি অভিন্ন রঙের জামা পরলে সে সমস্যা থাকেনা।

সোজা হয়ে হাঁটুন। মেরুদন্ড সোজা রাখার পরিবর্তে আপনি যদি কুঁজো হয়ে হাঁটেন, তা হলে এমনিতেই খর্বকায় দেখাবে আপনাকে। শরীরে মেদ জমতে দেবেন না। শরীরে যখন মেদ জমে, তখন দৈর্ঘ্যের তুলনায় শরীরের প্রস্থ বেড়ে যায়। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে মোটা মানুষদের একটু বেঁটে মনে হয়। রোগা চেহারার লোকদের এমনিতেই একটু লম্বা লাগে। সর্বশেষ, এই সমস্ত করেও আপনার প্রকৃত উচ্চতা অবশ্য বাড়বে না।

শুধুমাত্র একটু লম্বা দেখাবে। তবে এটাও মনে রাখবেন যে, দৈহিক গঠন নয়, আপনার ব্যক্তিত্বই কিন্তু আপনার আসল পরিচয়।

১০ ধরনের ফল ও সব্জি দেবে দীর্ঘ জীবন

স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং দীর্ঘায়ুর জন্য ফলমূল ও শাকসবজির গুরুত্ব অপরিহার্য। দিনে ১০ ধরনের ফল ও সবজি খেলে মানুষ দীর্ঘ জীবন পেতে পারে বলছেন গবেষকরা। জানা গেছে, এধরনের খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা হলে প্রতিবছর ৭৮ লাখ মানুষ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। কোন কোন ফল ও শাকসবজি খেলে ক্যান্সার এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমবে তাও সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন গবেষকরা। নতুন এ গবেষণায় বলা হয়েছে, অল্প পরিমাণ ফল ও শাকসবজিও স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেয়। কিন্তু পরিমাণ বেশি হলে তা আরো ভাল হবে। যেমন দিনে ৫ ধরনের ফল ও শাকসবজি খাওয়া ভাল, তবে আরো ভাল দৈনিক ১০ ধরনের ফল ও সবজি খাওয়া।

১০ ধরনের ফল ও সবজির মধ্যে থাকতে পারে একটি আপেল, একটি ছোট কলা, একটি পেয়ারা, একটি কমলা, পালং শাক, মটর, ব্রকলি বা ফুলকপি। সব মিলিয়ে ৮০ গ্রাম ফল ও সবজি। কোন ধরনের ফল ও সবজি কি কি রোগ প্রতিরোধ করে তার একটি তালিকাও দিয়েছেন গবেষকরা। তারা বলেছেন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাবে সবুজ শাকসবজি, হলুদ সবজি, কপি জাতীয় সবজি, বাঁধাকপি কিংবা ফুলকপি, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাবে আপেল, পেয়ারা, জাতীয় ফল, সাইট্রাস ফল কমলা লেবু জাতীয়। সালাদ সবুজ পাতা জাতীয় সবজি (লেটুস) কপি জাতীয় সবজি গবেষকদের মতে এধরনের খাদ্যাভ্যাসে হৃদরোগের ঝুঁকি ২৪ শতাংশ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি ৩৩ শতাংশ কমতে পারে। ক্যান্সারের ঝুঁকি কমতে পারে ১৩ শতাংশ এবং অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি কমে যেতে পারে ৩১ শতাংশ। ২০ লাখ মানুষের ফল ও সবজি খাদ্যাভ্যাসের ওপর পরিচালিত ৯৫টি আন্তর্জাতিক গবেষণার ফল বিশ্লেষণ করে নতুন এ গবেষণাটি করা হয়েছে।

কেশ থাকুক উজ্জ্বল

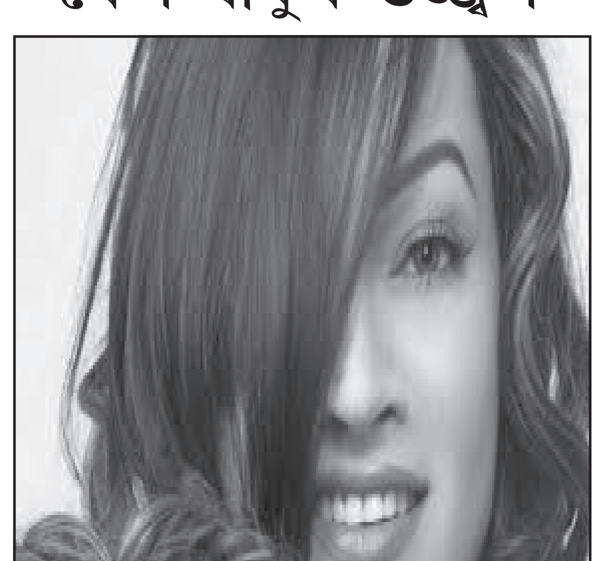

শীতে চুল নির্জীব দেখায়। গরোয়া পদ্ধতিতে মলিন চুলে উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। রূপচর্চা-বিষয়ক ওয়েবসইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় ত্বক বিশেষজ্ঞ রেশমি শেঠি হেজয়ের দেওয়া পন্থাগুলো অবলম্বনে চুল ভালো রাখার বিভিন্ন কৌশল এখানে দেওয়া হল।

চুলের মাস্ক: নির্জীব ও মলিন চুল প্রাণবন্ত করতে দুই টেবিল-চামচ আমলকীর গুঁড়া,মেথি বীজ, রিঠা ও ত্রফলা নিন। দুটি ফেটানো ডিম অথবা আধা কাপ দইয়ের সঙ্গে উপকরণগুলো মেশান।

মিশ্রণটি চুলের আগা থেএক গোড়া পর্যন্ত লাগিয়ে রেখে ৪৫ মিনিট পর মৃদু শ্যাম্পু ও কমিডশনার ব্যবহার করুন। ১৫ দিন পর পর এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

সহজেই চুলের স্প্রে: লেবুর দুটি টুকরা দুই কাপ জলেতে দিয়ে অর্ধেক হওয়া পর্যন্ত ফোটান। একটা স্প্রে বোতলে রেখে ব্যবহার করুন।

রুক্ষ চুলের মাস্ক: এক টেবিল-চামচ মধু, এক গ্লাস দুধ ভালো বাবে মিশিয়ে তা চুলে মালিশ করুন। মদু প্রাকৃতিক আর্দ্রতা সম্পন্ন যা চুল আর্দ্র রাখে এবং দুধ চুল কোমল করে।

আরও টিপ্স: মাথায় খুব বেশি তেল ধেওয়া ভালো নয়। কারণ এর জন্য অতিরিক্ত শ্যাম্পুর প্রয়োজন হয়। সপ্তাহে একদিন তেল দিন। চুলের ভাপ দেওয়া বেশ উপকারী, এটা চুল মসৃণ রাখে। একটা তোয়ালে গরম জলেতে ডুবিয়ে তা নিংড়িয়ে নিন। ভেজা তোয়ালেটি দিয়ে ১০ মিনিট মাথায় চুলে ফেঁচিযে রাখুন যতঠা সম্ভব ড্রায়ার কম ব্যবহার করুন।

চিংড়ি কোপ্তা মালাইকারি

উপকরণ: ছোট চিংড়ি মাছ ব্লেন্ড করা ১ কাপ। নারিকেলের দুধ ১ কাপ। পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ। আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ করে।মরিচ-গুঁড়া ১ চা-চামচ। হলুদ -গুঁড়া ১ চা-চামচ। ধনে ও জিরা গুড়া ১ চা-চামচ। লবণ স্বাদ মতো। চিনি সামান্য । পেঁয়াজ কুচি ১ টেবিল -চামচ। তেল পরিমাণ মতো। তেজপাচা ১টি এলাচ ২ টুকরা। কাঁচামরিচ কয়েকটা।

পদ্ধতি: ব্লেমড করা চিংড়ির সঙ্গে পেঁযাজ কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন সামান্য, কাঁচামরিচ-কুচিসলবণ, অল্প মরিচ ও হলুদ গুঁড়া মেখে নিতে হবে। এবার গোল গোল কোপ্তা বানিয়ে প্যানে তেল গরম করে হাল্কা করে ভেজে নিন।

কোপ্তাগুলো তুলে রেখে এই তেলেই সব মসলা দিয়ে (নারিকেল দুধ বাদে) একটু ভালোভাবে কষিয়ে নারকেলের দুধ ও জল দিয়ে ফুটান। ঝোল যখন ফুটে উঠবে তখন ভাজা চিংড়ি কোপ্তাগুলো ছেনে দিন। চিনি ও কাঁচা-মরিচ জ্বাল একটু কমিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

রান্না হলে নামিয়ে পাত্রে ঢেলে পরিবেশন করুন গরম ভাব বা পোলাওয়ের সঙ্গে।

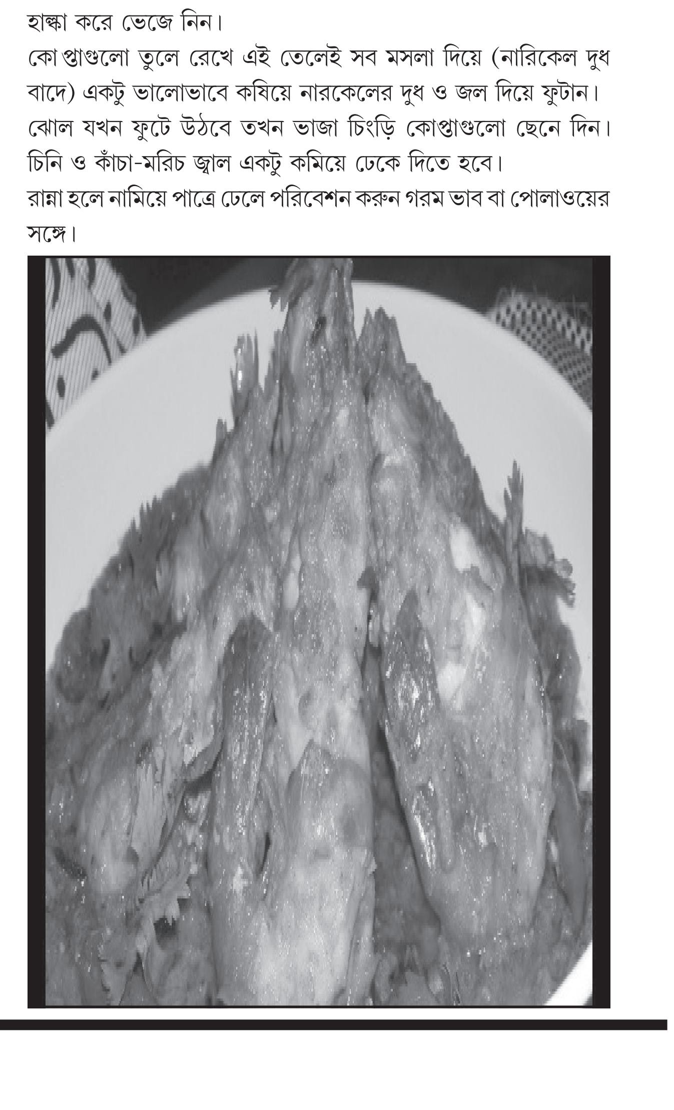

চিনে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৩,১৫৮ তুরস্কে প্রথম আক্রান্তের সন্ধান

বেজিং, ১১ মার্চ (হি.স.): চিনে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারালেন আরও ২২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৪ জন। আরও ২২ জনের মৃত্যু পর চিনে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,১৫৮-তে গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৭৭৮। সুস্থ হওয়ার পর বাড়ি ফিরেছেন ৬১ হাজারেরও বেশি মানুষ। বুধবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ২৪ জন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩,১৫৮-তে গিয়ে ঠেকেছে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০, ৭৭৮।এবার তুরস্কেও থাবা বসাল করোনাভাইরাস। তুরস্কে প্রথম কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তুরস্কের স্বাস্থ্য মন্ত্রী এফ কোকা জানিয়েছেন, তুরস্কে একজন নাগরিকের শরীরে করোনাভাইরাস মিলেছে। ওই নাগরিকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, তাঁকে পৃথক আইসোলেসনে রাখা হয়েছে।

ফিক্সড ডিপোজিটে সুদ কমাল এসবিআই

মুম্বই, ১১ মার্চ (হি.স.): ফের ফিক্সড ডিপোজিটে সুদ কমাল স্টেটব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)। সিনিয়র সিটিজেনদের ক্ষেত্রে একটু হলেও বেশি সুদ দেয় ব্যাংক। তাতেও কোপ পড়েছে। এক ধাক্কায় অনেকটাই কমেছে সুদের হার। গত এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার ফিক্সড ডিপোজিটের ক্ষেত্রে সুদের হার কমাল দেশের বৃহত্তম এই ব্যাংক। এর ফলে সমস্যা বাড়বে চাকুরীজীবী ও অবসর নেওয়া কর্মীদের। সংশোধিত সুদের হার ১০ মার্চ থেকে লাগু হয়েছে।

সুদের হার অনুযায়ী ৭ দিন থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত স্থায়ী আমানতে সুদের হার হবে ৪ শতাংশ। যেটা এতদিন ছিল ৪.৫ শতাংশ। এক বছর থেকে পাঁচ বছরের কম সময় পর্যন্ত ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার ৬ শতাংশ থেকে কমে হল ৫.৯ শতাংশ। একই ভাবে কমেছে পাঁচ বছর থেকে দশ বছর মেয়াদের সুদের হারও। ছিল ৬ শতাংশ। হয়ে গেল ৫.৯ শতাংশ। দেশের অন্যতম বড় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের তরফে জানানো হয়েছে যে, প্রবীণ নাগরিকরা অবশ্য সাধারণের তুলনায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট বেশি হারে সুদ পাবেন। ২ কোটি টাকার কম বিনিয়োগে এই সুবিধা মিলবে।

বুধবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী কোভিট-১৯ নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করেন। ছবি- পিআইবি।

রাজস্থানেও করোনা-হানা! মরুরাজ্যে প্রথম আক্রান্তের সন্ধান

জয়পুর, ১১ মার্চ (হি.স.): ভারতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এবার মরুরাজ্য রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সন্ধান মিললউ এই প্রথম করোনা-হানার শিকার হল রাজস্থান। রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধের শরীরের নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুবাই থেকে জয়পুরে এসেছিলেন ওই বৃদ্ধ। তাঁর শরীরের মারণ এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ওই রোগীকে সওয়াই মান সিং হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার রাজস্থানের স্বাস্থ্য বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রোহিত কুমার জানিয়েছেন, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুবাই থেকে জয়পুরে ফিরেছিলেন ওই বৃদ্ধউ তাঁর শারীরিক পরীক্ষার পরই সংক্রমণের বিষয়টি সামনে আসে। ওই বৃদ্ধকে সওয়াই মান সিং হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছেউ স্পাইসজেটের যে বিমানে ওই বৃদ্ধ এসেছিলেন, সেই বিমানের সমস্ত যাত্রীদেরও শারীরিক পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওই বৃদ্ধ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬২-তে পৌঁছল।

নরেন্দ্রপুরে ছুরিকাঘাতে মৃত্যু তরুণের, আটক ৫ জন সন্দেহভাজন

নরেন্দ্রপুর, ১১ মার্চ (হি.স.): ছুরি বিদ্ধ হয়ে তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে। নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত খুদিরাবাদ এলাকার ঘটনা। নিহতের নাম বাবু হালদার (১৯)। এই ঘটনায় আরও এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত মিহির মজুমদার বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার রাতে খবর পাওয়ার পর নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বুধবার সকাল পর্যন্ত ৫ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বাবু হালদারের সঙ্গে স্থানীয় এক নাবালিকার বেশ কিছুদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিষয়টি দুই পরিবারের সদস্যরাও জানতেন। ওই নাবালিকা বাবুর বাড়িতে যাতায়াতও করতো। এই দু"জনের বিয়ে নিয়েও দুই পরিবারের মধ্যে আলোচনা চলছিল। বাবুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কথা স্বীকারও করেছে ওই নাবালিকা। তবে কি কারণে বাবুকে খুন করা হল সে বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাত ন'টা নাগাদ এলাকায় চিৎকার চেঁচামেচি শুনে মানুষজন বেড়িয়ে এসে দেখেন দুই যুবক ছুরিবিদ্ধ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করে আরও কয়েকজন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। স্থানীয়রাই নরেন্দ্রপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। এই ঘটনার পিছনে ত্রিকোণ প্রেম সংক্রান্ত কোনও কারণ আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে ঘটনার পর থেকেই এলাকার সাধারণ মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত। এই এলাকায় এই ধরণের কোনও ঘটনা আগে ঘটেনি বলে দাবি স্থানীয়দের।

কোয়ারেন্টাইন হোটেল ভেঙে চিনে মৃত্যু বেড়ে ২৬ খোঁজ নেই ৩ জনের

বেজিং, ১১ মার্চ (হি.স.): মৃত্যু হল আরও ৪ জনের। চিনের ফুজিয়ান প্রদেশে কোয়ারেন্টাইন হোটেল ভেঙে মৃতের সংখ্যা পৌঁছল ২৬-এ। এছাড়াও ৩ জনের এখনও কোনও খোঁজ নেই, তাই মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। চিনের ফুজিয়ান প্রদেশের বন্দর শহর কুয়ানজহু-তে একটি হোটেলকে 'কোয়ারেন্টাইন সেন্টার' করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিতদের রাখা হয়েছিল ওই 'কোয়ারেন্টাইন সেন্টার'-এ।

৮০ ঘরের পাঁচতলা সেই হোটেলটি গত শনিবার সন্ধ্যায় আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলেন কমপক্ষে ৭১ জন। তাঁদের মধ্যেই ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ রয়েছেন ৩ জন। প্রশাসন সূত্রের খবর, বুধবার সকাল ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৪২ জন, খোঁজ পাওয়া যায়নি ৩ জনের।

ইসলামাবাদে ভেঙে পড়ল এফ-১৬ যুদ্ধবিমান, উইং কমান্ডারের মৃত্যু

ইসলামাবাদ, ১১ মার্চ (হি.স.): পাকিস্তান দিবস প্যারেডের মহড়ার সময় পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ভেঙে পড়ল একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমানউ এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ায় প্রাণ হারিয়েছেন পাকিস্তান বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নৌমান আক্রমউ পাকিস্তান দিবস প্যারেডের মহড়ার সময় বুধবার সকালে ইসলামাবাদের শাকারপারিয়ানের কাছে ভেঙে পড়ে এফ-১৬ যুদ্ধবিমা।

পাকিস্তান বায়ুসেনার পক্ষ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, বুধবার সকালে ইসলামাবাদের শাকারপারিয়ানের কাছে চাঁদতারা জঙ্গলে ভেঙে পড়ে এফ-১৬ যুদ্ধবিমানউ ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস প্যারেড, সেই উপলক্ষ্যে এদিন সকালে মহড়া চলছিলউ আচমকাই আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ে এফ-১৬ যুদ্ধবিমানউ মাটিতে আছড়ে পড়ার পরই যুদ্ধবিমানে আগুন ধরে যায়উ কী কারণে ভেঙে পড়ল এফ-১৬ যুদ্ধবিমান, তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে পাকিস্তান বায়ুসেনা।

পোস্টার নিয়ে বিবাদ! পাটনায় আততায়ীদের গুলিতে খুন জেডিইউ ছাত্র নেতা

পাটনা, ১১ মার্চ (হি.স.): বিহারে ফের প্রকাশ্যে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! এবার বিহারের রাজধানী পাটনায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হলেন জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর ছাত্র নেতা কানহাইয়া কৌশিকউ পাটনার শাস্ত্রীনগর থানার অন্তর্গত প্যাটেল নগরের ঘটনা। দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছেন কানহাইয়ার বন্ধু চন্দন হাথ। চন্দনকে জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, পাটনার অনুগড় নারায়ণ কলেজের ছাত্র ছিলেন কানহাইয়া কৌশিক।

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, হোলি মিলন সমারোহ উদযাপনের একটি পোস্টারে কুশ নামে একজনের নাম ছিল না। পোস্টারে নিজের নাম না থাকার জন্য কানহাইয়াকে দোষী মনে করেছিল কুশউ তা নিয়ে মঙ্গলবার কানহাইয়া ও কুশের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। এরপর এস কে পুরী থানায় কুশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কানহাইয়া। এরপর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছিল কুশ। এমতাবস্থায় রাতেই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর গুলিতে খুন হন কানহাইয়া।

পুলিশ সূত্রের খবর, ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার জন্য রাতে কানহাইয়াকে প্যাটেল নগরে ডেকেছিল কুশউ প্যাটেল নগর পৌছনোর পরই কানহাইয়া ও তাঁর বন্ধুকে চন্দনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় কানহাইয়া ও চন্দনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কানহাইয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরা।

খাসির মাংসের দাম নিয়ন্ত্রণে নিউমার্কেটে হানা ইডি-র

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি. স.) : শহরবাসীর কপালে ভাঁজের একটাই কারণ তা হল করোনা ভাইরাস আতঙ্ক উ আর করোনা ভাইরাসের জেরে ঝোপ বুঝে কোপ বসিয়েছে খাসির মাংস বিক্রেতারা । করোনা ভাইরাসের জেরে উর্ধমুখী খাসির মাংসের দাম। তাই এবার খাসির মাংসের দাম নিয়ন্ত্রণে বুধবার নিউমার্কেটে হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ইবি) ।

কিছু পোস্ট থেকে অনেকেই মনে করছেন মুরগির মাংস খেলে নাকি হতে পারে করোনা ভাইরাস। আর যার ফলে ডাক্তাররা ভরসা দিলেও অনেকেই ত্যাগ দিয়েছেন মুরগি খাওয়া উ ফলে মুরগির মাংসের দাম তলানিতে গিয়ে থেকেছেউআর সেই সুযোগ বুঝে চড়চড়িয়ে বাড়ছে খাসির মাংসের দাম উ ৬৮০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে খাসির মাংস । আর সেই অতিরিক্ত দাম রুখতে নিউমার্কেটে হানা দেয় ইবি উ খাসির মাংস বিক্রেতাদের ৬০০ থেকে ৬৪০ টাকার মধ্যে মাংস বিক্রি করতে বলেন ইবি আধিকারিকরা উ অন্যথায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা ।

বিটিসি : অবৈধ অস্ত্র, সোশাল মিডিয়ার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে অসম নির্বাচন কমিশন

গুয়াহাটি, ১১ মার্চ (হি.স.) : আগামী ৪ এপ্রিল ৪০ আসনের বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বুধবার অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিটিসি নির্বাচন সম্পর্কে তথ্য দিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আলোক কুমার জানিয়েছেন, বড়োল্যান্ড পরিষদীয় নির্বাচনে কঠোর অবস্থান নেবেন তাঁরা।

আলোক কুমার জানান, বিটিসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আগামী ১৮ মার্চের মধ্যে তাঁদের মনোনয়ন দাখিল করতে হবে। ২১ মার্চ বিকেল ৩:০০টার মধ্যে ইচ্ছুক প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন। এছাড়া ৩:০০টার পর বিটিসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। নির্বাচন কমিশনার জানান, ৪ এপ্রিল নির্বাচনের পর ভোটগণনা ও ফলাফল ঘোষণা হবে ৮ এপ্রিল।

বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর অধীন বিটিসি-র মোট ৪০টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৩,০৭৭টি পোলিং স্টেশনে। জানান, ৩,০৭৭টি পোলিং স্টেশনের মধ্যে ৫২১টি পোলিং স্টেশনকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া, বিটিসি-র সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার কর্মচারীকে জড়িত করা হবে। ভোটদান সকাল ৮:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, জানান তিনি।

আরও তথ্য দিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আলোক কুমার জানান, এবার ভোটদান করবেন ২৩,৮৬,৩৫৯ জন ভোটার। তাঁদের মধ্যে ১২, ০৯,৪৬৮ জন পুরুষ এবং ১১,৭৬,৮৮৭ জন মহিলা ভোটার।

তিনি জানান, বিটিসি নির্বাচনে প্রার্থীরা ৭ লক্ষ টাকার বেশি টাকা খরচ করতে পারবেন না। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন বৈঠক সম্পন্ন করেছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসমে বিদ্যমান আধা সামরিক বাহিনী ছাড়াও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার সশস্ত্র বাহিনী পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছে বলে জানান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। এদিকে, আসন্ন বিটিসি নির্বাচনের সময় অবৈধ অস্ত্রশস্ত্রের ওপর কমিশন কড়া অবস্থান নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আলোক কুমার।

দিল্লি-হিংসা : তাহির হুসেন, পিএফআই-এর বিরুদ্ধে মামলা ইডি-র

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসা মামলায় আম আদমি পার্টি (আপ)-র বহিষ্কৃত কাউন্সিলর তাহির হুসেনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তাহির হুসেন ছাড়াও দিল্লি-হিংসা মামলায় বুধবার পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই) এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ইডি। উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনার সময় অর্থ-পাচার এবং অর্থ জোগান দেওয়ার অভিযোগে তাহির হুসেন, পিএফআই-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ইডি।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জানিয়েছে, আইবি অফিসার খুনের মামলায় অভিযুক্ত তাহির হুসেনের বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং আইন (পিএমএলএ)-এ মামলা রুজু করা হয়েছে। একই আইনে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই)-র বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আইবি অফিসার খুনের মামলায় অভিযুক্ত তাহির হুসেন এই মুহূর্তে দিল্লি পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

পঃবঙ্গে মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও বন্ধ থাকছে ইন্টারনেট পরিষেবা

কলকাতা,১১ মার্চ (হি.স .) : মাধ্যমিক পর এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বন্ধ থাকবে ইন্টারনেট পরিষেবা উপ্রশ্ন পত্র ফাঁস রুখতে এবং পরীক্ষা নির্বিঘ্নে করতে পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে বন্ধ করে দেওয়া হবে ইন্টারনেট।

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু ২০২০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাউইন্টারনেট বন্ধের পাশাপশি ২৫০ স্পর্শকাতর কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টরও বসানো হচ্ছে ।

এই প্রসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মহুয়া দাস জানান, পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদেরও মোবাইলও পুরোপুরি নিষিদ্ধ উ শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীরা ভুল করে বাড়ি থেকে মোবাইল নিয়ে চলে এলে তা প্রধান শিক্ষকদের কাছে জমা রাখতে বলা হয়েছে উ পরীক্ষার্থীদের প্রবেশ পথেই জানিয়ে দিতে হবে, মোবাইল ধরা পড়লে পরীক্ষা বাতিল। তবে, পরীক্ষার্থীদের শরীরে হাত দিয়ে সার্চ করা যাবে না। পাশাপশি উচ্চমাধ্যমিকে প্রত্যেকটি পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রতিটি ঘরে শুধুমাত্র মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করার জন্য থাকবেন একজন শিক্ষক।

২০২০ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামীকাল ১২ মার্চ (বৃহস্পতিবার) প্রথম ভাষার পরীক্ষার মাধ্যমেউ১৪ মার্চ (শনিবার)দ্বিতীয় ভাষাউ১৬ মার্চ (সোমবার) জীবন বিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানউ১৭ মার্চ (মঙ্গলবার) হেল কেয়ার,অটোমোবাইল, অর্গানাইজড রিটেইলিং, সিকিউরিটি,আইটি এবং ভোকেশনাল স্টাডিজউ১৮ মার্চ (বুধবার) অঙ্ক, মনস্তত্ব, প্রত্নতত্ব, অ্যাগ্রোনমি, ইতিহাসউ১৯ মার্চ (বৃহস্পতিবার)কম্পিউটার সায়েন্স, মর্ডার্ন কম্পিউটার অ্যাপলিকেশন, পরিবেশবিদ্যা, স্বাস্থ্য এবং শরীর বিদ্যা, মিউজিক এবং ভিজুয়াল আর্টউ২১ মার্চ (শনিবার) কমার্শিয়াল এবং প্রিলিমিনারিস অব অডিটিং, দর্শণ এবং সমাজবিদ্যাউ২৩ মার্চ (সোমবার)পদার্থবিদ্যা, নিউট্রিশন, এডুকেশন, অ্যাকাউন্টেন্সিউ২৫ মার্চ (বুধবার) রসায়ন, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, সংস্কৃত, পার্সি, আরবি, ফরাসি ভাষাউশেষ হচ্ছে ২৭ মার্চ (শুক্রবার) ভূগোল, কস্টিং এবং ট্যাক্সেসন, হো ম্যানেজমেন্ট, ফ্যামিলি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষার মাধ্যমে।

করোনা-আতঙ্ক! জম্মু-সহ পাঁচটি জেলায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রাথমিক স্কুল-সিনেমা হল বন্ধ

জম্মু, ১১ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের আতঙ্কে ত্রস্ত ভারত। ভারতে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাই আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের জম্মু, সাম্বা, কাঠুয়া, রিয়েসি এবং উধমপুর-এই পাঁচটি জেলায় বন্ধ থাকবে সমস্ত প্রাথমিক স্কুল ও সিনেমা হল। এছাড়াও এই পাঁচটি জেলায় ৩১ মার্চ অবধি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (প্ল্যানিং) রোহিত কানসাল টুইট করে জানিয়েছেন, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত জম্মু, সাম্বা, কাঠুয়া, রিয়েসি এবং উধমপুর-এই পাঁচটি জেলায় বন্ধ থাকবে সমস্ত প্রাথমিক স্কুল, সিনেমা হল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। অপর একটি টুইটে রোহিত কানসাল লিখেছেন, ৩১ মার্চ পর্যন্ত জম্মু প্রদেশের দশটি জেলাতেই বন্ধ থাকবে সিনেমা হল। করোনাভারাসের সংক্রমণ রুখতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন।

করোনা মোকাবিলায় রেলের হাসপাতাল প্রস্তুত : চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস মোকাবিলায় দেশের প্রতিটি রেল হাসপাতালকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে জানালেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান বিনোদ যাদব। রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের নির্দেশের পর রেলের ডিআরএমদের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনই জানালেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, করোনাভাইরাস মোকাবিলা করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাপিয়েছে রেল। বোর্ড, জোন এবং মন্ডল স্তরে নজরদারি চালানো হচ্ছে। কন্টোল রুম খোলার পাশাপাশি রেলকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ারও কাজ চলছে। অন্যান্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। করোনা মোকাবিলায় সচেতনতা মূলক প্রচারের লক্ষ্যেও কাজ করা হচ্ছে। দেখানো হচ্ছে অডিও এবং ভিডিও ক্লিপিং।

করোনা সন্দেহে বেলেঘাটা আইডিতে ফের ভর্তি দুই

কলকাতা,১১ মার্চ (হি.স.): করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে দেশ বাসীর উ ফের করোনা সন্দেহে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হল দুই উ এই মুহূর্তে ভর্তির সংখ্যা বেড়ে সাত।

বুধবার সকালেই সৌদি আরব ফেরা এক যুবক ছাড়াও আরও চারজনকে বেলেঘাটা আইডিতে করোনা সন্দেহে ভর্তি করা হয়েছে। আর তারপরেই করোনা সন্দেহে আরও দু-জনকে ভর্তি করা হয়েছে বেলেঘাটা আইডিতেউ আপাতত আগের পাঁচ জনের পরীক্ষা -নিরিক্ষা চলছে । তবে, নতুন যাঁরা ভর্তি হয়েছেন তাঁদের এখনও সোয়াব টেস্ট হয়নি উ অন্যদিকে কিছুদিন আগেই করোনা সন্দেহে বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি করা হয়েছিল মুর্শিদাবাদের এক যুবককে উ তবে,তার করোনা না সোয়াইন ফ্লু ধরা পরেছে।

আমলাশোল গ্রামের উন্নতির জন্য বিধায়কের সামনে উঠে এল বিভিন্ন দাবি দাওয়া

ঝাড়্গাম, ১১ মার্চ (হি. স.) : অনাহারের আমলাশোলের পর বেলপাহাড়ীর তথাকথিত মানচিত্রের ভোল বদলের জন্য ময়দানে এক কথায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরর মতো অবতির্ণ হয়েছিল মহকুমা, জেলা, রাজ্য প্রশাসন। ২০০৪ সালে পাখির চোখ ছিল শুধুমাত্র বেলপাহাড়ী কেন্দ্রীক। সময়ের নদীপথে অনেক জল গড়িয়েছে তথাপি সভ্যতার রূপরেখায় কোথাও যেন পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত রয়ে গিয়েছে। বাংলা, বিহার, ঝাড়খন্ডের সীমান্তবর্তী ঝাড়্গামের বেলপাহাড়ীর এই আমলাশোল গ্রামে।

এদিন আমলাশোল গ্রামে বিধায়কের সামনে উঠে এল বিভিন্ন দাবি দাওয়া। এখনও পর্যন্ত গ্রামের শবর শিশুদের জন্মানোর পর নেই কোনও সার্টিফিকেট ।যার ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে পড়ুয়াদের ।অনেকে শিশু ভর্তি হতে পারছেনা স্কুলে। এছাড়াও উঠে এলে স্থানীয়দের নানা দাবি ।" বাংলার গর্ব মামতা" এই কর্মসুচিতে বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ হেমরম এদিন বুধাবার সাংবাদিকদের নিয়ে বেলপাহাড়ির আমলাশোল গ্রামে একটি চা চক্র এবং দ্বিপ্রাহরিক খাওয়দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন ।সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় মানুষ জনেদের নানা অভাব অভিযোগের কথা শুনলেন বিধায়ক ।এদিন আমলাশোল গ্রামের একটি কমিউনিটি হলে এই কর্মসুচির ব্যবস্থা করা হয়েছিল ।সাংবাদিকদের সাথে খোস মেজাজেই গল্পগাছা করলেও তাদের নানা প্রশ্নে বিধায়ককে অস্বস্তিতেও পড়তে হয় ।পাশাপাশি সাংবাদিকদের অনুরোধে বিধায়ক গানও গেয়েছেন ।প্রশ্ন করা হয়েছিল " বেলপাহাড়িতে বড় কাজ কি করছেন ?আপনাকে এলাকায় দেখা যায় না ?সহ আরো নানা প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছিল ।যদিও তিনি বলেন রাস্তা,ঘাট সহ এলাকায় প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে ।তার সাথে স্থানীয় মানুষজনের সমস্যা গুলি সমাধানের অশ্বাস দিয়েছেন ।রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শবর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ।বাড়ি ঘর তৈরি সহ,কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে ।জেলার সমস্ত শবর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওয়াত আনা হচ্ছে ।কিন্তু এদিন আমলাশোল গ্রামে স্থানীয় মানুষজন অভিযোগ করেন গ্রামে প্রায় একশো শবর শিশুর জন্মের সর্টিফিকটে নেই ।ফলে লেখা পড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে ।জন্মের সার্টিফিকেট না থাকার জন্য আধার কার্ড সহ

ছয়ের পাতায়

করোনা ভাইরাস সতর্কবার্তা এবার বাস চালক ও কন্ডাক্টদেরও পরতে হবে মাস্ক

কলকাতা,১১ মার্চ (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে জর্জরিত শহরতলি । যাতে এই ভাইরাস কোনও ভাবেই গ্রাস করতে না পারে শহরতলি কলকাতাতাকে তাই আগে ভাগেই নেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তা । আর এবার করোনা ভাইরাস সচেতনতায় বাস চালক ও কন্ডাক্টরদের মাস্ক দেওয়ার কাজ শুরু জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের উদ্যোগে । একদিকে যেমন রাস্তার ধুলো, তেমনি নানা ধরণের ভাইরাস তাদের শরীরে প্রবেশ করে উ তাই সাবধানের মার নেই। এবার এই পন্থাতেই মনোনিবেশ করল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সদস্যরা এসপ্ল্যানেডে ডোরিনা ক্রসিংয়ে মেডিকেটেড মাস্ক বিতরণ করে বাস চালক ও কন্ডাক্টদেরও উ প্রায় ১২০ টি বাস ও মিনিবাস চালক এবং কন্ডাক্টরদের মাস্ক পড়ানো হয়।

বিজেপি গণতন্ত্রের বিপদ বিস্ফোরক পার্থ

কলকাতা,১১ মার্চ (হি.স.): 'বিজেপি হচ্ছে আমাদের দেশের সর্বদিক থেকে জনগনের কাছে শুধু নয় রাজনৈতিক এবং গণতন্ত্র-র সবচেয়ে বড় বিপদউ বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে পার্থ ববু আরও বলেন, 'অনেক আগেই ব্রিগেডে দাড়িয়ে সব

ছয়ের পাতায়

দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৬০, গোটা বিশ্বে মৃত ৪,০১৫ জন

সিওল, ১১ মার্চ (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মৃত্যুর সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে ৬০-এ। নতুন করে ২৪২ জনের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৭ হাজার ৭৫৫। বুধবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১১ মার্চ সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৪২ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৭,৭৫৫ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৬ জন, মৃতের সংখ্যা ৬০-এ পৌঁছেছে।

বিশ্বব্যাপী হু হু করে ছড়িয়ে পড়ছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, গোটা বিশ্বে বুধবার সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১১৩,৮৫১। মৃতের সংখ্যা ৪,০১৫।

তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ভূতের লিফলেট বিলি সিউড়িতে

সিউড়ি, ১১ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পাড়ায় বিলি হল 'ভূত'-র লেখা লিফলেট ! সিউড়ি পুরসভার হাটজন বাজার এলাকায় বুধবার সাত সকালেই এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে 'ভূত'-র লেখা লিফলেট। সিউড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমুল কাউন্সিলর ক্ষিতেন দাসের বিরুদ্ধে ঐ লিফলেটে রয়েছে বহু দুর্নীতি অভ্যোগ। ওই লিফলেট গুলির লেখক 'ভূত' । সেটাও লেখা রয়েছে লিফলেটে ।তবে কে বা কারা এই লিফলেট ছড়ালো তা পরিস্কার না হলেও শাসক শিবির বিজেপির দিকে অভিযোগ তুললেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে এই ঘটনায় মজা নিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের মতে পুরো ভোটের আগে ভূত-প্রেত দিয়ে দুর্নীতির প্রচার মজাদার হয়ে উঠেছে।

এদিন সকালবেলায় এই লিফলেটগুলি পরে থাকতে দেখা যায় ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাটজানবাজার কলোনির বাসন্তী মন্দির এলাকায়। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ক্ষীতেন দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি পুরো বিষয়টি তদারকি করে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তদন্তের জন্য। পাশাপাশি দলের জেলাস্তরের নেতাদের ঘটনাটি জানান।

লিফলেটে ওই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। সরকারি প্রকল্পের বাড়ি থেকে ২,৯২,২৫,০০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তোলা হয়েছে। এছাড়াও রাস্তা ঢালাই, জলের পাইপ, আলো ইত্যাদি প্রসঙ্গে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি ওই লিফলেটে আরও প্রশ্ন তোলা হয়েছে ওই তৃণমূল কাউন্সিলরের নিজস্ব সম্পত্তি, পারিবারিক সম্পত্তির বিষয়ে। যদিও তৃণমূল কাউন্সিলর ক্ষীতেন দাস জানান, 'আমি এখানে যে পরিমাণে উন্নয়ন করেছি তাতে অন্যান্যদের হিংসা হচ্ছে। তাই কেউ বা কারা এমন ভুয়ো নামে লিফলেট দিয়েছে। তাদের সাহস নেই সামনে আসার ।প্রশাসন ও দলকে বিষয়টি জানিয়েছি। এই ঘটনা ঘটিয়েছে বিজেপি। কারণ তার উন্নয়নে এলাকার মানুষদের তাকে ভোটে প্রার্থী হিসেবে চাইছে তারা মেনে নিতে পারছে না বিজেপি সেই কারণেই এই লিফলেট ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজেপির তরফ থেকে। '

তবে এই ঘটনার পিছনে তাঁর দলের লোকও থাকতে পারেন এমনটাও সন্দেহ রয়েছে ওই তৃণমূল কাউন্সিলরের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল। তিনি জানিয়েছেন এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফলাফল। একমাত্র তৃণমূলের লোক জানে ওই কাউন্সিলের কি কি দুর্নীতি করেছে, যা বিজেপির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে এই লিফলেট লিখে সুবিধা করেছে আমাদের। কারন বিজেপি আসন্ন পুরভোটে লিফলেটে থাকা বিষয়গুলি ইস্যু করবে ওই এলাকায়।

এল বিভিন্ন দাবি দাওয়া

পাচের পাতার পর

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন কাজে সমস্যা তৈরি হচ্ছে ।তার সাথে আমলাশোল গ্রামের রাস্তাটি অত্যন্ত সরু ।ফলে গাড়ি যাতায়াতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে ।চাষের জন্য সবমার্সিবিল পাম্প,গ্রামের মাঠটি সংস্কার সহ নানা সমস্যার কথা স্থানীয় মানুষজন জানান ।স্থানীয় ক্লাবের পক্ষ থেকে গ্রামের মোড় গুলিতে খেলাধূলার জন্য মাচা করে দেওয়ার আবেদন জানানো হয় ।গ্রামের পড়ুয়াদের প্রায় বারো কিমি দূরে গিয়ে হাইস্কুলে যেতে হয় বলে অভিযোগ ।গ্রামে একটি হাই স্কুলের দাবি জানান গ্রামের বাসিন্দারা ।আমলাশোল গ্রামের বাসিন্দা বুদুর মুড়া বলেন " গ্রামের একশো শবর শিশুদের জন্মের সার্টিফিকেট নেই ।ফলে আধার কার্ড করা যাচ্ছে না ।তার ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো যাচ্ছে না ।পড়ুয়াদের খুবই সমস্য ।গ্রামের রাস্তাটি এতটাই সরু যে যাতায়াতে খুবই সমস্যা দেখা দিচ্ছে ।চাষের জন্য সাবমার্সিবিল পাম্পের ব্যবস্থা করা ।গ্রামে একটি হাইস্কুলের ব্যবস্থা হলে খুব ভালো হয় ।আমরা এই বিষয় গুলি গ্রামের পক্ষ থেকে বিধায়কে জানালাম ।উনি দেখবেন বলেছেন।"

এদিন বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ হেমরমের সাথে ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ দেবনাথ হাঁসদা,বেলপাহাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাহালা হাঁসদা,বেলপাহাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি বুবাই মাহাতো,জামবনি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিশিথ মাহাতো সহ প্রমুখ।

জরুরী পরিষেবা

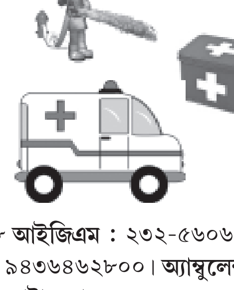

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টৌলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যারা তৃণমূলের উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে তাদের পরিবারের প্রতি তান্ডব নৃত্য চলবে : তৃণমূল নেতা

নানুর, ১১ মার্চ (হি. স.) : 'যারা তৃণমূলের উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে তাদের পরিবারের প্রতি তান্ডব নৃত্য চলবে।' প্রকাশ্য জনসভায় ঠিক এভাবেই হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গেল এক তৃণমূল নেতাকে। যে ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ওই তৃণমূল নেতার এমন মন্তব্য নিয়ে।ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে বীরভূমের নানুরের তৃনমূল ব্লক সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রকাশ্য জনসভায় এমন মন্তব্য করছেন। জানা গিয়েছে, নানুরের কীর্নাহারের আনাইপুর গ্রামে একটি ছোট্ট জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন গ্রামের বেশকিছু মানুষ ও তৃণমূল সমর্থকরা। আর এই সভা থেকেই বিরোধীদের দিলেন কড়া হুমকি দিলেন ওই তৃণমূল ব্লক সভাপতি। তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। যদি কেউ মনে করে ১৯ সালে দু'চারটে ভোট এদিক ওদিক করে দিয়ে আমরা তৃণমূলকে বেকায়দায় ফেলেছে। তাহলে তৃনমূলের কর্মীরা সেই ২০০৯ — ১০ সালে তৃনমূল যে তান্ডব নৃত্য বাংলার বুকে চালিয়েছিল। এখন বাংলার বুকে তান্ডব নৃত্য চালাবে না। যারা তৃণমূলের উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে তাদের পরিবারের প্রতি তাণ্ডব নৃত্য চালাবে।"প্রসঙ্গত, আর মাত্র কয়েক মাস পরেই রাজ্যজুড়ে শুরু হবে পৌরসভা নির্বাচন। এরপর ২০২১ সালে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগেই তৃণমূল নেতার এমন সরগরম মন্তব্য নিয়ে বিরোধীরা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ও তৃণমূল নেতাদের অভব্য আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। তৃণমূল নেতার এহেন মন্তব্যে বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডলের হুঁশিয়ারি, "সত্যিকারের উন্নয়ন হলে তাতে কেউ কোনদিন বাধা দিতে যাবে না। তবে উন্নয়নের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করলে তাতে সবাই বিরোধিতা করবে। আর এই বিরোধিতা করলে যদি তাদের পরিবারের প্রতি তৃণমূল নেতারা তাণ্ডব নৃত্য চালায় তাহলে সাধারণ মানুষই তা রুখে দেবে। আর তার জন্য যেন তৃণমূল প্রস্তুত থাকে। তৃণমূল সন্ত্রাসের উপর ভর করে রাজ্যে টিকে রয়েছে।

মনিরুলকে কুকুর তাড়া করবো লাভপুরে তৃণমূল হারলে সভাপতিত্ব ছাড়বো, দাবি অনুব্রতর

লাভপুর, ১১ মার্চ (হি.স.) : 'অতই যদি লড়াই করার ইচ্ছা থাকে, ডেট দাও। কোথায় দেবে, কোনখানে দেবে রাজি আছি।' লাভপুরে ঠিবা অঞ্চলে তৃণমূলের জনসভা থেকে মনিরুল ইসলাম ও বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।

তিনি এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমে মনিরুল ইসলামের নাম না করে বলেন, "আমি জানিনা কেন এরা এই নোংরামি রাজনীতি করছে। কেন মানুষ খুনের রাজনীতিতে মেতে গেল। এভাবে তো রাজনীতি করা যায় না। অতই যদি লড়াই করার ইচ্ছা হয় ডেট দাও। কোথায় দেবে, কোনখানে দেবে। আমি রাজি আছি। সেই ময়দানে আমিও থাকব। যদি আমি হেরে যাই, আমি মৃত্যুবরণ করবো। পিছিয়ে আসবো না। ৮৬ সাল থেকে পিছিয়ে আসি নাই। এখনো পিছিয়ে আসবো না। যারা এই খেলা খেলছেন, ভুল খেলছেন। একজনা কাঠি নাড়াচ্ছে, আর আপনারা মার্ডার কেসের আসামি হচ্ছেন। কি লাভ হচ্ছে? একজনা দূর থেকে হাসছে, মার্ডার হয়ে যাওয়ার পর জেল খাটছে কে? আমি, না আপনারা। ভুল হচ্ছে না। লড়াইয়ে পারবেন না। লড়াই করতে জানেন না, ময়দানে আসুন, লড়াই করুন।"

এর পরেই তিনি বলেন, "২১ শে নির্বাচন। সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, লাভপুরে যদি তৃণমূল কংগ্রেস হেরে যায়। আমি জেলা প্রেসিডেন্ট থাকবো না। আমি দল ছেড়ে দেব। কেন বলছি বলুনতো? আজকে লাভপুরের মাটিতে মানুষের শান্তি এসেছে।"

এছাড়াও তিনি এদিন করোনাভাইরাস নিয়ে মোদি সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে বলেন, "এখন মোবাইলে শুনলেই শুধু বলছে করোনাভাইরাস। ভারতবর্ষে তোমার চেয়ে বড় ভাইরাস আর কেউ আছে? তুমি অর্থনীতির ভাইরাস। তুমি ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে শেষ করে দিলে।"

সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন অনুব্রত মণ্ডল সরাসরি মনিরুল ইসলামকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। বলেন, "লাভপুরে তৃণমূলের হয়ে যে দাঁড়াবে সেই কমকরে ৬০০০০ ভোটে জিতবে। মনিরুল ইসলাম বিজেপির হয়ে লাভপুরে দাঁড়ালে খুব ভালো হয়। ঈশ্বর যেন মঙ্গল করে। আমি তো বলছি দাঁড়াক। দরকার হলে যা চাইবে আমি সাহায্য করবো। কুকুর তাড়ায় দেখেছেন? কিরকম করে তাড়ায়? সেরকম করে তাড়াবো। না দাঁড়ালে তাড়াতে পারব না। দাঁড়ালে ভালো হয়। আর এবার যদি কোন তৃণমূল কর্মীর উপর আক্রমণ হয় তাহলে যে আক্রমণ করবে তার ঘরে দলবেঁধে লোক চলে যাবে।"

করোনা নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির

সিউড়ি, ১১ মার্চ (হি.স.) : করোনা নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির হল সিউড়ি বাণীমন্দির অমিতারঞ্জন শিক্ষানিকেতন হাইস্কুলে। স্কুল কর্তৃপক্ষের থেকে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে ওই স্কুলে একটি ক্লাস হওয়ার পরে ওই সচেতনতা শিবির হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং প্রায় শ"চারেক পড়ুয়া। এদিনের ওই সচেতনতা শিবিরে মূলত করোনা ভাইরাস কি, সংক্রামণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে কি করণীয় এই নিয়েই আলোচনা হয়। এই নিয়ে স্কুলের টিচার ইনচার্জ অক্ষয় কুমার দাস বলেন,' স্কুলের প্রথম পিরিয়ডের পরেই আমাদের ওই সচেতনতা শিবির। আমরা মূলত ওই ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে সাবান দিয়ে হাত পা ধোয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছি। '

অন্যদিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে এবং মানুষকে সচেতন করতে ভিন্ন উদ্যোগ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার। এদিন বিকেলে ওই পরিবহন সংস্থার সিউড়ি ডিপোর পক্ষ থেকে ওই ডিপোর প্রায় ৭০ জন চালক ও কন্ডাক্টরের হাতে একটি মাস্ক এবং হ্যাণ্ড স্যানিটাইজর তুলে দেওয়া হয়। ওই সংস্থার থেকে জানা গিয়েছে, এবার থেকে বাসের চালকরা মাস্ক পরে গাড়ি চালাবেন এবং কন্ডাক্টর মাস্ক পরে নিজের কাজ করবেন। এছাড়া তাঁরা সময় সময় হ্যাণ্ড স্যানিটাইজর ব্যবহার করবেন। এই নিয়ে ওই পরিবহন সংস্থার সিউড়ি ডিপোর ভারপ্রাপ্ত ডিপো ইন চার্জ বিমলেন্দু সাহা বলেন,' উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে প্রতিটি ডিপোতেই চালক ও কন্ডাক্টরদের হাতে ওই জিনিসগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে। এদিন আমাদের সিউড়ি ডিপোতে চালক ও কন্ডাক্টরদের [illegible]

বিস্ফোরক পার্থ

পাচের পাতার পর

দলকে সর্তক করেছিলেন মমতা বন্দোপাধ্যায়উতিনি বলেছিলেন আসো আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করিউকারণ বিজেপি হচ্ছে আমাদের দেশের সর্বদিক থেকে জনগনের কাছে শুধু নয় রাজনৈতিক এবং গণতন্ত্র-র সবচেয়ে বড় বিপদউআর আজ সেটাই প্রমান হচ্ছে। যদি সব দল সেদিনের কথা শুনে একত্রিত হত তাহলে আজ এইদিন দেখতে হত না।

এরা গণতন্ত্র-র কথা বলে এরা প্রতি মুহুর্তে গণতন্ত্রকে পদাঘাত করছেউ এর বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত'।

এরপরই কংগ্রেস এবং সিপিএমকে এক হাত নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তোপ দাগলেন উতিনি বলেন , 'মমতা একমাত্র যে বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলছেন। কংগ্রেসতো বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলছেনা। কিন্তু একশো কথা বলছে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূলের বিরুদ্ধে উসিপিএমও তাই উদিল্লিতে দেখলে বলছে মমতা আর এখানে দেখলে বলছে আমদের চাই ক্ষমতাউদুর্ভাগ্যজনক।

অনিল চৌধুরী

তিনের পাতার পর

অপরদিকে, দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক অনিল চৌধুরীকে। বুধবার কংগ্রেস হাইকমান্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নিহত তৃণমূল কর্মীর গ্রামের সভায় বিজেপিকে হুঁশিয়ারী অনুব্রতর

লাভপুর, ১১ মার্চ (হি.স.) লাভপুরের ঠিবা অঞ্চলে নিহত তৃণমূল কর্মীর গ্রাম বাঘায় সভা করে বিজেপি হুঁশিয়ারি দিলেন অনুব্রত। নিহত তৃণমূল কর্মী সুফল বাগদীর মৃত দেহ পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদের বড়এ্যা থানা এলাকায়।

বুধবার মুর্শিদাবাদ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, আমি মুর্শিদাবাদের ডি আই জি মুকেশ কুমারকে ফোন করে বলি, বড়এ্যা থানার ওসি কি চাই? তার উত্তরে তিনি আমাকে জানান, অপরাধী শাস্তি পাবে। পাশাপাশি, পুলিশের কাজের প্রশংসাও করেন তিনি। এদিন তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপির উদ্দেশ্যে অনুব্রত বলেন, কেন মানুষ খুনের রাজনীতি করছো? লড়াই করার যদি অত ইচ্ছে বলো, সেই ময়দানে যাবো। মৃত্যু বরণ করবো। পিছিয়ে আসবো না। ৮৬ সাল থেকে পিছিয়ে আসিনি। একজন কাঠি নাড়ছে, আর আপনারা মার্ডার কেসের আসামী হচ্ছেন। কী লাভ হচ্ছে? এ খেলা যারা খেলছেন ভুল করছেন। মার্ডার হয়ে যাবার পর জেল খাটছে কে? আমি না আপনারা?

দক্ষিণ জেলার আইন শৃঙ্খলা নিয়ে পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি সিপিএমের

আগরতলা, ১১ মার্চ।। দক্ষিণ জেলার বিলোনীয় ও শান্তিরবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে বলে দাবি করেছে সিপিএম বিলোনীয়া মহকুমা কমিটি। সম্প্রতি জেলার বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ সহ নানা ধরনের অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। ওই সব ঘটনার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বিধায়ক সুধান দাস ও বাসুদেব মজুমদারের নেতৃত্বে বিলোনীয়া মহকুমা কমিটি দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারকে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন বুধবার। অবিলম্বে জেলার আইন শঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়া রুখতে দাবী জানান প্রতিনিধিরা।

কেন্দ্র ও রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে করোনা ভাইরাসকে রুখতে চাইছে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ১১ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাস থাবা বসিয়েছে বিশ্বের সর্বত্রউ এই অবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ শুরু করতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ মতই কাজ করবে কলকাতা পুরসভাউ বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন পুরসভার স্বাস্থ বিভাগীয় মেয়র পারিষদ তথা ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষউ ইতিমধ্যেই বাংলার চেকপোস্টগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও এদিন জানিয়েছেন তিনি।

অতীন বাবু বলেন, "করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের জেরে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান থেকে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদেরকে চেকিং করার পরে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছেউ সেই সঙ্গে এয়ারপোর্টগুলিতে চালানো হচ্ছে বিশেষ নজরদারিউ" তিনি আরও বলেন, এয়ারপোর্ট থেকে প্রত্যেকদিন কত মানুষ ভারতে আসছে সেই তালিকা পাঠানো হচ্ছে পুরসভার কাছেউ এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ বিমান বন্দরে ভারতে আসা যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেউ যাদেরকে প্রয়োজন তাঁদের আইসোলেশনে রাখা হচ্ছেউ এরপর পুরসভার অধীনস্ত ওয়ার্ড ভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীরা সেই তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন আইসলেশনে থাকা ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিতা হচ্ছে কিনাউ এছাড়াও তালিকায় ভারতে আগত যাদের নাম তালিকায় নেই তাঁদের ঠিকভাবে দেখাশোনা হচ্ছে কিনা সেই দিকেও নজরদারি চালাচ্ছে।

বিজেপিতে

● প্রথম পাতার পর

হয়। প্রার্থীদের নাম ঠিক করার জন্য সেই বৈঠকে ছিলেন বিজেপি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করি সহ অন্যান্য নেতারা।

বৈঠকের পরে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রার্থীরা হলেন মধ্যপ্রদেশে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, বিহারে বিবেক ঠাকুর, অসমে ভুবেনেশ্বর কলিতা, গুজরাটে অভয় ভরদ্বাজ, রমিলাবেন বারা, ঝাড়খন্ডে দীপক প্রকাশ, মহারাষ্ট্রে উদয়না রাজে ভোসলে, রাজস্থানে রাজেন্দ্র গেহলট, মণিপুরে লিয়সেবাং মহারাজা।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

এক বৃদ্ধের শরীরের নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দুবাই থেকে জয়পুরে এসেছিলেন ওই বৃদ্ধউ তাঁর শরীরের মারণ এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ওই রোগীকে সওয়াই মান সিং হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস রোধে ফের বিদেশ সফর নিয়ে নয়া নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার। দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে প্রয়োজন না পড়লে বিদেশ সফর থেকে বিরত থাকতে হবে।

ভারতে বেশির ভাগ করোনা সংক্রমণের উৎস হচ্ছে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীরা। ফলে বিদেশ থেকে যারা দেশে ঢুকছে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। চিন, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইতালি, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইরান, মালেশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি থেকে আগত যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। পাশাপাশি ভিড়ভাট্টা থেকে নিজেদের বিরত থাকতে হবে। ১৪ দিন পর্যন্ত এদের আইসোলেশনে থাকতে হবে। পাশাপাশি ১১ মার্চের আগে স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানির জন্য জারি করা ভারতীয় ই-ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

আইনজীবীর

● প্রথম পাতার পর

না। তাঁর কথায়, আজ আদালতে অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেছেন ত্রিপুরা সরকার ভাস্কর দেবরায়-র মৃত্যুতে দোষীকে খোঁজে বের করার বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক। কিন্তু, ত্রিপুরা সরকারের দেওয়া ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে আমাদের আস্থা নেই, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে প্রশাসনিক তদন্তে প্রকৃত ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। তাই, বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। তিনি বলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্ট ত্রিপুরা সরকারকে হলফনামা দিতে বলেছে। আগামী ২৩ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছে।

এদিকে, স্বাস্থ্য দপ্তরের গঠিত ডেথ অডিট টিম আইনজীবী ভাস্কর দেবরায় মৃত্যুর ঘটনায় পনেরজনের অধিক স্বাস্থ্যকর্মীর বয়ান রেকর্ড করেছে। তাদের মধ্যে দুই চিকিৎসক চিকিৎসায় গাফিলতি করেছেন বলে প্রমাণ মিলেছে। এডিট টিম ওই দুই চিকিৎসকের চিকিৎসায় গাফিলতির দায়ে বরখাস্তের সুপারিশ করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাগণ যে ট্রেভেলিং অ্যালাউন্স পাবেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্মস্থল থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়ন কেন্দ্রের দূরত্ব ২৫ কিমির মধ্যে হলে প্রতিদিন টিএ ১০০ টাকা পাবেন। এই দূরত্ব ২৫ থেকে ৫০ কিমির মধ্যে হলে প্রতিদিন ১৫০ টাকা আর ৫০ কিমির উপর হলে প্রতিদিন ২০০ টাকা করে টি এ দেওয়া হবে। এছাড়াও তিনি জানান, আজ উচ্চমাধ্যমিকের পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোসিওলজি ও কেমিস্ট্রি বিষয়ের পরীক্ষা ছিলো। উপস্থিতির হার ৯৬.০৮ শতাংশ। পরীক্ষা ঘিরে কোনও অভিযোগ ছিলো না। শান্তিপূর্ণভাবেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষামন্ত্রী জানান, উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা শেষ হবে ৩১ মার্চ, মাধ্যমিকের ২৭ মার্চ। হিন্দুস্থান সমাচারঙ্রসন্দীপ

সাংবাদিক নিগ্রহ, এসপি সকাশে প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি দল

আগরতলা, ১১ মার্চ।। শান্তিরবাজর প্রেসক্লাবের সভাপতি তথা দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রতিনিধি সজল কান্তি বৈদ্যের উপর হামলার ঘটনা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে আগরতলা প্রেসক্লাবের এক প্রতিনিধি দল সোমবার শান্তিরবাজার সফর করেন। প্রতিনিধিরা পুলিশ সুপারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানায়। এর আগেও শান্তিরবাজারে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে। তাতে আগ্রতলা প্রেসক্লাব উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

চাঞ্চল্য বীরভূমে

আটের পাতার পর

দুবরাজপুর থানায়। এদিকে অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে গ্রাম। জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, অভিযোগ পেয়ে মামলা রুজু হযেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, টি আর ই ডি-এর যুগ্ম অধিকর্তা দেববত শুক্ল দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ ৫১৯ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে সোলার লাইট তুলে দেন। আজ পুস্কারবাড়ী এস বি, বিশ্রামগ' দ্বাদশ শ্রেণী এবং চেছরী মাই হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হাতে সোলার লাইট তুলে দেওয়া হয়।

আবেদন

● প্রথম পাতার পর

কারণে ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকুরী বাতিল হয়েছে। তাই, সরকার পরিবর্তনে আমরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি। তাঁর দাবি, বর্তমান ত্রিপুরা সরকার আমাদের চাকুরী বাঁচাবে সেই আশাতেই সরকার পরিবর্তনে অংশীদার হয়েছিলাম। তিনি বলেন, আদালতের রায়ের উর্দে কারোর কিছু করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু, বিধানসভায় ভেলিডেশন এক্ট চালু করে আমাদের চাকুরী বাঁচানোর প্রয়াস নিক বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। এর জন্য অর্ডিন্যান্স আনুক ত্রিপুরা সরকার।

প্রদীপবাবু বলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আন্দোলনের অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু, সরকারের প্রতি আস্থা রেখে আমরা কোন বৃহত্তর আন্দোলনে যায়নি এতদিন। তবে, চাকুরী হারালে পেটের জ্বালায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা উৎশৃঙ্খল আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন। এই হুঁশিয়ারি দিয়ে ত্রিপুরা সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন, শীগ্রই ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকুরী বাঁচানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক।

দিল্লির

● প্রথম পাতার পর

লোকসভাতেও একই পরিস্থিতি ছিল। দিল্লি-হিংসা, কংগ্রেস সাংসদদের সাসপেন্ড করা নিয়ে লোকসভায় সুর চড়াতে থাকেন বিরোধী দলের সাংসদরা। তুমুল বিক্ষোভের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভার অধিবেশন। প্রসঙ্গত, লোকসভায় বিশৃঙ্খলার অভিযোগে গত সপ্তাহে কংগ্রেসের ৭ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করেছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। লোকসভার অধিবেশন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য বুধবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন স্পিকার। সূত্রের খবর, ৭ জন কংগ্রেস সাংসদকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে।

কংগ্রেসের সাত সাংসদের উপর থেকে সাসপেনসান প্রত্যাহার করে নিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

সভা চলাকালীন অসংসদীয় আচরণ করার দায়ে গৌরব গগৈ, টিএন প্রতাপান, ডিন কুরিয়াকোস, আর উন্নিথান, মানিকরাম টেগর, বেন্নি বেহনান, গুরজিং সিং আউজলার বিরুদ্ধে সংসদীয় আচরণ বিধির রুল নম্বর ৩৭৪(২) সাসপেনসনের প্রস্তাব আনেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। সংসদে তা গৃহীত হলে ৫ মার্চ তাদের সাসপেন্ড ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ। বাজেটের বাকি অধিবেশনের জন্য তাদের সাসপেন্ড করা হয়। বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে লোকসভা এবং রাজ্যসভা। অবশেষে বুধবার সর্বদলীয় বৈঠকের পর তা সাসপেনসন প্রত্যাহার করে নেন ওম বিড়লা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ক্ষেত্রে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি দিল্লি সফরের সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট তৈরির বিষয়ে কথা হয়েছে। মাত্র তিনদিনের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে, সিঙ্গল স্কিমে ৩৬৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। দেব বলেন, এখন মাত্র তিন-চারদিনে কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়া যায়। যাঁরা বলেন, দিল্লি থেকে মুখ্যমন্ত্রী কী এনেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, গত দুই বছরে অতিরিক্ত ২,৫০০ কোটি টাকা রাজ্যে এসেছে, যা ২৫ বছরেও তারা আনতে পারেননি।

তিনি অভিযোগ করেন, এতদিন এডিসি-কে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল। এখন এডিসি-কেও উন্নয়নের ধারায় নিয়ে যেতে হবে। আগরতলা ও খুমুলুং একই ধারায় উন্নয়নের পথে হাঁটবে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এখন ত্রিপুরা সুশাসনের জন্য পুরস্কার পায়, কৃষি ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের জন্য, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য পুরস্কার পায়। মুখ্যমন্ত্রী দেব জানান, আগামী ২৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে দিল্লি ডেকে পাঠিয়েছেন। ত্রিপুরা ও আগরতলাকে যথাক্রমে দ্রুত উন্নয়নশীল রাজ্য ও শহর হিসাবে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ৭২টি স্টলে জনজাতিদের চিরাচরিত খাদ্য, পোশাক, অলঙ্কার, বই ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পসরা সাজিয়ে চারদিনব্যাপী বিবেকানন্দ ময়দানে এই প্রথম জনজাতি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন সরকার আসার পর জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে মোট ১৯ টি জনজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি নাম। কুকিদেরও সংযুক্ত করে এখন রাজ্যে ২০টি রেজিস্টার্ড জনজাতিগোষ্ঠী রয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

চার দিনব্যাপী আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্বোধন করে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সঙ্গে ছিলেন রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা, এবং জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া-সহ অন্যান্যরা।

কমল নাথ

● প্রথম পাতার পর

এবং কমল নাথ সরকার।

মঙ্গলবারই কংগ্রেসের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার। সিন্ধিয়ার পরই কংগ্রেস শিবিরের ২২ জন বিধায়ক ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন স্পিকারের কাছে। সেই ইস্তফাপত্র অবশ্য এখনও গৃহীত হয়নি। স্পিকার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করলেই, ম্যাজিক ফিগার কমে যাবে। রাতারাতি বদলে গিয়েছে মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক সমীকরণ। সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ততরতা শুরু করেছে বিজেপি। মঙ্গলবার রাতেই ভোপাল থেকে ১০৬ বিধায়ককে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের গুরুগ্রামের একটি হোটেলে রাখা হয়েছে।

কিন্তু, কংগ্রেস নেতৃত্বের বিশ্বাস-কমল নাথ সরকার টিকিয়ে রাখতে কোনও সমস্যাই হবে না কংগ্রেসের। মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বালা বচ্চন বলেছেন, 'কংগ্রেস নিরাপদ ও শক্ত অবস্থানে রয়েছে। প্রত্যেকে মুখ্যমন্ত্রীর সংস্পর্শে রয়েছেন, শীঘ্রই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। বিধানসভায় আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করব। ২০২৩ সাল পর্যন্ত আমাদের সরকারই চলবে।' আবার কংগ্রেস নেত্রী শোভা ওঝার মতে, 'বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমরাই প্রমাণ করব। যে সমস্ত কংগ্রেস বিধায়করা বেঙ্গালুরুতে রয়েছেন, তাঁদের ভুল বোঝানো হয়েছিল। এমনকি বিজেপি বিধায়করা আমাদের সংস্পর্শে রয়েছেন।' মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস বিধায়ক অর্জুন সিং জানিয়েছেন, 'মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় থাকবে কংগ্রেস এবং কমল নাথ সরকার। তাঁর (জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া) চলে যাওয়া কোনও প্রভাব ফেলবে না, রাজা-মাহারাজের দিন চলে গিয়েছে।

করোনাভাইরাস আতঙ্কের জেরে আইপিএল বন্ধের দাবি জানিয়ে আবেদন মাদ্রাজ হাইকোর্টে

মুম্বাই, ১১ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইরাস আতঙ্কের জেরে এবার আইপিএল বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

মাদ্রাজ হাইকোর্টে মঙ্গলবার আইনজীবী জি অ্যালেক্স বেনজিগার এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন। বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ ও কৃষ্ণাণ রামাস্বামীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ১২ মার্চ।

ঠিক দু'দিন আগেই মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে আইপিএল আয়োজন করা কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে তা নিয়ে। তারপরেই এই জনস্বার্থ মামলা করা হল।

মামলাকারীর বক্তব্য, 'করোনা ভাইরাস ঠেকানোর ওষুধ এখনও জানা যায়নি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেরকমই জানিয়েছে। এরপরেও আইপিএল আয়োজন করাটা ঝুঁকির হয়ে যাবে।' ইতিমধ্যেই কর্ণাটকের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রী কে সুধাকর কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছেন।

বেঙ্গালুরুতে আইপিএল ম্যাচ আয়োজন নিয়ে কেন্দ্রের সম্মতি চেয়েছেন তিনি। বোর্ড কিন্তু যথাসময়েই আইপিএল শুরু করতে মরিয়া। সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি বলে দিয়েছেন, যথাসময়েই শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। করোনা নিয়ে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভয়ের কোনও কারণ নেই।

করোনাভাইরাসের আতঙ্কে বাতিল হল ভারত-কাতারের বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বের ম্যাচ

কুয়ালালামপুর, ১১ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের আতঙ্কে বাতিল হল ভারত-কাতারের বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বের ম্যাচ উ আগামী ২৬ মার্চ ভুবনেশ্বরে যে ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল সেটা হচ্ছে না বলেই জানিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)।

সেইসঙ্গে এই বাছাই পর্বের ম্যাচ উপলক্ষ্যে ৯ মার্চ থেকে ভুবনেশ্বরে জাতীয় শিবির বসার কথা ছিল। কিন্তু এই ঘোষণার পরে সেই শিবির এখন হচ্ছে না বলেই জানিয়েছে ভারতের ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)।

ফেডারেশনের সচিব কুশল দাস জানিয়েছেন, "কাতারের বিরুদ্ধে ভারতের যে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের খেলা ছিল তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এই ম্যাচ কবে ফের আয়োজন করা হবে তা এখনও ঠিক করা হয়নি। তারিখ ঠিক হলেই তা জানিয়ে দেওয়া হবে।"

উল্লেখ্য, করোনা আতঙ্কে ইতিমধ্যেই সুলতান আজলান শাহ ট্রফি, শ্যুটিং বিশ্বকাপ বাতিল হয়েছে। এশিয়া কাপ থেকে নাম তুলে নিয়েছে ভারতীয় দল। ফলে টুর্নামেন্টই বাতিল হয়েছে। এবার বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের খেলা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

PNIT NO: ePT36/EE/RD/DIVIKCP/2019-20
Dt. 05.03.2020

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 5.00 PM of 30.03.2020 for 4(Four) No. Construction projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2019-20. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-2828/19-20

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 24/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20 Dt. 11/02/2020

The Executive Engineer, Ambassa Division, PWD (R&B), Ambassa, Dhalai invites on behalf of the Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up 3.00 P.M. on 11/03/2020 for the following work:

SL. No.	DNIeT No.	Estimated cost	Earnest Money	Time for Completion
1.	DNIeT No.22/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs.493159.00	Rs.4932.00	45(forty five)days
2.	DNIeT No.23/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs.618724.00	Rs.6187.00	45(forty five)days
3.	DNIeT No.24/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs.547009.00	Rs.5470.00	45(forty five)days
4.	DNIeT No.25/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs.665225.00	Rs.6652.00	45(forty five)days
5.	DNIeT No.26/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs.466633.00	Rs.4666.00	45(forty five)days
6.	DNIeT No.27/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs.448556.00	Rs.4486.00	4 (Four)

Last date and time for documents downloading and bidding upto 3:00Pm on 11/03/2020 and time and date of opening of bid at 4:00Pm on 12/03/2020 if possible.
Note:- For more details kindly visit https:/tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura,

ICA/C-2817/19-20

(Er. Pranay Kumar Das, TES)
Executive Engineer, Ambassa
Division, PWD(R&B)

করোনা আতঙ্কের দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে বলে লালা লাগানোয় নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপর

ধরমশালা, ১১ মার্চ (হি. স.) : নোভেল করোনা আতঙ্কের প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজে বলে লালা লাগানোয় ভারতীয় ক্রিকেটারদের উপর জারি হল নিষেধাজ্ঞা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু চলা ওয়ান-ডে সিরিজে বল উজ্জ্বল রাখতে লালার ব্যবহার কমাবেন কোহলির দলের ফাস্ট বোলাররা। ম্যাচের আগেরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে করোনা আতঙ্ক এবং মারণ ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে আগাম এই সতর্কতা সম্বন্ধে জানালেন সিরিজে দলে কামব্যাক করা ভুবনেশ্বর কুমার।

রনজি ফাইনালের তৃতীয় দিনে চপে বাংলা

আমেদাবাদ, ১১ মার্চ (হি. স.) : রনজি ফাইনালের তৃতীয় দিন সৌরাষ্ট্রের ৪২৫ রানের জবাবে বাংলার সংগ্রহ ৩ উইকেটে ১৩৪ রান। মনোজরা এখনও পিছিয়ে রয়েছেন ২৯১ রানে। হাতে রয়েছে আর দু'দিন।

৩৮৪ রান হাতে নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করেছিল সৌরাষ্ট্র। ১০ নম্বরে নামা ধর্মেন্দ্র সিং জাদেজা অপরাজিত থাকেন ৩৩ রানে। অধিনায়ক জয়দেব উনাদকাত করে যান ২০। সৌরাষ্ট্র থামে ৪২৫ রানে। বাংলার সফল বোলার আকাশ দীপ। তিনি পেলেন ৪ উইকেট। শাহবাজ পেলেন ৩ উইকেট। মুকেশ কুমারের দখলে ২ উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় বাংলা। বোর্ডে ৩৫ রান উঠতে না উঠতেই ফিরে যান দুই ওপেনার সুদীপ ঘরামি (২৬) ও অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৯)। সেমিফাইনালের পর ফাইনালেও ব্যর্থ হলেন বাংলা অধিনায়ক। অভিষেক রমনের জায়গায় খেলতে নাম ঘরামি ভাল শুরু করলেও ধরে রাখতে পারলেন না।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
NO: e-PT-26/EE/RD-TLM/19-20 Dt: 06/03/2020

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M on 24/03/2020 for 01(One) No construction work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-26209 / 8731074766 / 9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2812/19-20

Sd/Illegible
Executive Engineer R.D.
Teliamura Division Teliamura,
Khowai Tripura

No.F.2 (18)-AGMC/S&P/2018-19(e-tender)
Dated, Agartala, the............2020.

CORRIGENDUM

Please Read:
Please add the following Specification are:-

1. SI. No. 03 Anti sera "A"
2. Sl. No. 04 Anti sera "B"
3. SI. No. 05 Anti sera "DRH"
4. SI. No. 08 HbsAg Rapid kit per test.
5. SI. No. 11 Malaria Rapid test kit per test.
6. Sl. No. 19 Trop-l per test.
7. SI. No. 20 HIVI & Il per test.

Vide NIT of "Supply of Laboratory Regents Items for Central Lab use in the AGMC & GBP Hospital, Agartala" file no. F.2 (18)-AGMC/S&P/2018-19(e-tender) Dated: 01/02/2020.

Instead of:

1. Sl. No. 03 Anti sera 10 ml.
2. Sl. No. 04 Anti sera 10 ml.
3. SI. No. 05 Anti sera 10 ml.
4. Sl. No. 08 HbsAg Rapid kit 50 Nos./Box.
5. SI. No. 11 Malaria Rapid test kit 50 Nos./Box.
6. Sl. No. 19 Trop-I 20 Nos./Pkt.
7. Sl. No. 20 HIVI & II 50 Nos./Box.

Vide NIT of "Supply of Laboratory Regents Items for Central Lab use in the AGMC & GBP Hospital, Agartala" file no. F.2 (18)-AGMC/S&P/2018-19(e-tender) Dated: 01/02/2020.

2

Please read the last date of submission of the tender has been extended upto 16-03-2020 at 04:00PM. Those who have already submitted the tender documents in due time are requested to submit the revised documents.
All other terms & condition of the tender shall remain same.

ICA/C-2806/19-20

Medical Superintendent &
Head of Office
A.G.M.C & G.B.P. Hospital,
Agartala.

No.F.7 (28) - IGMH/PS/2016(Sub - III) Dated, Agartala the../03/2020

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (TENDER)
CANCELLATION NOTICE

In reference to the Short Notice Inviting Quotation vide No.F.7 (28) - IGMH/PS/2016. (Sub - III), Dated, Agartala the 19/02/2020, invited by MS IGM Hospital, Agartala , regarding procurement of Surgical items /accessories for use in the said hospital, is hereby cancelled due to some unavoidable administrative reason.

ICA/C-2803/19-20

Medical Superintendent IGM
Hospital, Agartala .

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER(Abridged)
No. F.1(1)-Agri/EE(M)/19-20/ Part/4430-32
Dated, Matripalli, the 07/03/2020

Separate sealed e-E.0.1 (web-portal:- www.tripuratenders.gov.in) are invited by the Executive Engineer(Mech), Mechanical Division, Department of Agriculture, Dutta Tilla, Matri Pally on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) Empanelment of vendor(Model specific) to sell "Battery operated knapsack sprayer (N.I.E.O.I No. e-19/AGRI/EE(M)/2019-20), "Manual Weeder(N.I.E.O.I No. e-20/AGRI/EE(M)/2019-20) "Manual seed treatment drum(N.I.E.O.I No. e 21/AGRI/EE(M)/2019-20)" upto 1.00 P.M on 30/03/2020:
Details can be seen in web portal:- and may be contacted with www.tripuratenders.gov.in O/o the undersigned if desired.

ICA/C-2823/19-20

(S.K.Bhair)
I/C Executive Engineer(Mech).
Department of Agriculture &
Farmers Welfare,
Matri Pally,Badharghat

3rd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by Sri Subrata Sen, Forest Ranger, Assistant Wildlife Warden, Abhoya Wildlife Range Vide his O.R. No. 07/AWLR/2018 19 dated, 29/12/2018 has seized a vehicle bearing Registration No. TR-03-1944 from Brindaban Para, Belonia South Tripura area on 29/12/2018 at about 6.30 PM for illegally carried firewood over 8.51 cum. Upon enquires by the Forest Ranger along with the other staffs of WLPU, Joychandpur it was found that the said vehicle was carr over 8.51 cum without any permission of Forest Department and without GP/ TP. Then the said vehicle had been detained without driver and brought in the safe custody as the said vehicle was involved in illegal carrying of Forest produce.
NOW THEREFORE, once again it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR-03-1944 to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur), within 10(ten) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.
If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.
Issued under my seal & signature of this day on 28th,.Feb.2020.

ICA/D-1873/19-20

(A.Debnath, TFS)
Authorized Officer
Wildlife Warden Trishna Wildlife
Sanctuary , Joychandpur

জাগরণ 12 March, 2020, Thursday আগরতলা ১২ মার্চ, ২০২০ ইং, ■ ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

টুয়েপের কাজ নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ প্রাক্তন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। টুয়েপের কাজ সঠিকভাবে বছরে ২৫ দিন পাবে কিনা সন্দেহ প্রকাশ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। টুয়েপকে বন্ধ করে দেবে কিনা তা বলা যাচ্ছে না সন্দেহ করে টুয়েপের মতো প্রকল্পে যাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানান তিনি।

রাজধানী আগরতলা শহর তথা পুর নিগম এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত বলে জানান প্রাক্তন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মানিক দে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদে, শহর আগরতলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেসব প্রকল্প চালু হয়েছিল এবং প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল সেগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন।

মানিক দে অভিযোগ করে বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেশীরভাগ নগরপঞ্চায়েত দখল করে নেয়। অনেক জায়গায় পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। আগরতলা শহরকে তারা স্মার্ট সিটি ঘোষণা করেছে। বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন স্মার্ট সিটি নিয়ো তৎপরতা চলেছিল।

মানিক দে বলে, প্রথমে আগরতলা শহরের পানীয় জলের সমস্যা সমাধাধে ২৫০ কোটি টাকার প্রকল্প শুরু হয়েছিল। তার ভিত্তিতে কিছু প্রকল্প চালু হয়েছিল। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে আড়ালিয়া, যোগেন্দ্রনগর, সাধুটিলা, দিনদলায় আশ্রম ইত্যাদি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। আরও তিনটি প্ল্যান্ট শেষ পর্য্যায়ে ছিল বামফ্রন্ট জমানায়। এগুলি হল, প্রগতি স্কুল, বাধারঘাট, বর্ডার গোলচক্কর এলাকায়। দুটি ওভার হেড টেঙ্কের কাজ শেষ হয়েছে কিনা তা বলা যাচ্ছে না। উত্তরাঞ্চলে দুটি ওভার হ্যাড প্লেন্ট করা হয়েছে। এগুলি হল মালঞ্চ নিবাস ও বড়জলা। এই দুটি প্ল্যান্টের সাথে প্রচুর পরিবার যুক্ত। জল সরবরাহ করার জন্য পাইপ লাইনের কাজ শুরু হয়েছিল। এই ওভার হেড ট্যাঙ্কের জন্য ২২টি নতুন ডিপটিউবওয়েল করা হয়েছে। এই দুটি প্ল্যান্টের বর্তমান অবস্থা কি তা বলা যাচ্ছে না।

মানিক দে, পুর নিগমের এলাকায় মাটির নিচে দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন টানার কাজও শুরু হয়েছিল। সেই প্রকল্প কোথায় রয়েছে তার কোন কিছু তথ্য জানা যাচ্ছে না।

চান্দিনামূড়ায় ময়লা সংগ্রহ করে সেচের ব্যবস্থা করা জন্য একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। তার কোন তথ্যও নেই। এদিকে, শহরে বর্ষার দিনগুলিতে বন্যার পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে পাম্প রয়েছে সেগুলি সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বাম জমানাতে। সেই সাথে তিনটি নতুন পাম্পও স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। দুটি বাম জমানাতেই কাজ শুরু হয়েছিল। বিবেকানন্দ ময়দানের কাছে যে পাম্প বসানোর কথা ছিল সেটির কি অবস্থা তা জানা যাচ্ছে বলে জানান মানিক দে।

শহর এলাকায় আবাসনের বিষয়টি নিয়েও মানিক দে সওয়াল করেছেন। সকল গরীব অংশের মানুষ যাতে ঘর পায় তা মানবিক ভাবে দেখার আবেদন জানান প্রাক্তন মন্ত্রী।

বুধবার আগরতলায় ১০৩২৩ শিক্ষক কর্মচারীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ মার্চ ।। বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে আজ এক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সোলার স্টাডি লাইট বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যে সিপাহীজলা জেলাতেই প্রথম স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সোলার স্টাডি লাইট বিতরণ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আজ এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। আগামী দিনে রাজ্যে মোট ৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ধাপে ধাপে পড়াশুনার সুবিধার্থে এধরণের সোলার স্টাডি লাইট বিরতণ করা হবে। বি'ন, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এবং ত্রিপুরা রিনিউব্যাল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি ও ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব রিনিউব্যাল এনার্জি'র আর্থিক সহায়তায় এই সোলার স্টাডি লাইট রাজ্যের ৮টি জেলাতে বিতরণ করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ, টি আর ই ডি এ-র যুগ্ম অধিকর্তা এবং বি'ন, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন টি আর ই ডি এ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল মহনন্দ দেববর্মা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে বিশ্রামগ' দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলাপরিষদের সভাধিপতি সুপ্রীয়া দাস দত্ত।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বর্তমানে সারা রাজ্যে ৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে সোলার স্টাডি লাইট দেওয়া হবে। পরবর্তী সময় আরো ৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে এই লাইট দেওয়া হবে। ঝড় বৃষ্টির সময় বিদ্যুৎ সমস্যায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেই উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ। ছাত্রছাত্রীরাই হচ্ছে দেশের ভবিষ্যত। তাদের সুস্থভাবে পড়াশুনার সুযোগ করে দিতে হবে। রাজ্য সরকার চাইছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে। তিনি বলেন, রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। সারা রাজ্যে গ্রাম ও শহর সুন্দরভাবে এক সাথে গড়ে উঠুক এটাই আমরা চাই। গ্রাম উন্নত না হলে শহর উন্নত করা সম্ভব নয়। সরকার প্রতিটি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা নিচ্ছে। প্রতিটি গ্রামকে প্রগতির পথে চালিত করতে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকতে এবং রোগ প্রতিরোধে সচেতন থাকতে অনুরোধ জানান। তিনি ছাত্রছাত্রীদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে এবং অযথা আতঙ্কিত না হতে পরামর্শ দেন। তাছাড়াও অন্যান্যদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুস্তক ব্যবসায়ীদের প্রতীকি ধর্মঘট ও গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ ।। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিক্রির পরিবর্তে পুস্তক ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিক্রয়ের দাবিতে অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন বুধবার রাজধানী আগরতলা সহ গোটা রাজ্যে ২৪ ঘণ্টার পুস্তক ব্যবসা ধর্মঘট পালন করেছেন। এ উপলক্ষ্যে রাজধানী আগরতলা শহরে মিছিল ও গণ অবস্থান সংগঠিত করা হয়। রাজ্য সরকার নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যবই বিদ্যালয় থেকে সরাসরি বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাতে পুস্তক ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। ব্যবসাহুগুটিয়ে ফেলার উপক্রম। পুস্তক ব্যবসায়ীরা মারাত্মক সঙ্কটের মুখোমুখি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুস্তক ব্যবসায়ীদের সংগঠন অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সরকারের দফায় দফায় দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তদুপরি, গণতান্ত্রিক উপায়ে রুটি রুজির তাগিদে পুস্তক ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। রাজ্য সরকারকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে পুস্তক ব্যবসায়ীদের বাঁচার তাগিদে বিদ্যালয়ের বদলে পুস্তক ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবি জানিয়েছে। সেই দাবিতেই বুধবার সারা রাজ্যে ২৪ ঘণ্টার ব্যবসা বন্ধ রেখে মিছিল ও গণ অবস্থানে শামিল হয়েছেন পুস্তক ব্যবসায়ীরা। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে গণ অবস্থানে শামিল হয়।

গণ অবস্থানে শামিল হওয়া অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। গণ অবস্থান থেকে পুস্তক ব্যবসায়ীদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হলে পুস্তক ব্যবসায়ীরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

জ্যোতিরাদিত্যের বিজেপিতে যোগদানে খুশি বসুন্ধরা

জয়পুর, ১১ মার্চ (হি.স.) : মাধবরাও সিন্ধিয়ার পুত্র জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার বিজেপিতে যোগদানে খুশি রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির সহ-সভানেত্রী বসুন্ধরা রাজে।

নিজের ট্যুইটবার্তায় বসুন্ধরা রাজে লিখেছেন, রাজমাতা জীবিত থাকলে জ্যোতিরাদিত্যের এই সিদ্ধান্তের জন্য গৌরবান্বিত বোধ করতেন। বসুন্ধরা মনে করেন, রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার উচ্চ আদর্শকে অনুসরণ করেই দেশহিতের জন্য এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য।

মাধবরাওয়ের পুত্রের এমন সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক ভাবে স্বাগত জানিয়েছেন বসুন্ধরা।

উল্লেখ করা যেতে পারে বুধবার রাজধানী দিল্লিতে জগত প্রকাশ নাড্ডার উপস্থিতিতে বিজেপিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দেন জ্যোতিরাদিত্য। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেস আর আগের মতো নেই। জনগণের সেবা না করে হতাশায় ভুগছিলাম। দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতেই নিরাপদ।

এনডিপিএস অ্যাক্ট সংশোধন করে গাঁজা চাষকে আইনসিদ্ধ করার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ ঃ এনডিপিএস অ্যাক্ট সংশোধন করে গাঁজাকে আইনসিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে জনজাগরন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, গাঁজাকে নেশাজাতীয় দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার না করে ওষুধী ও শিল্প হিসেবে গন্য করা যেতে পারে। এজন্য রেগুলেটারী অথরিটি গঠনের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। গাঁজা যাতে কোনভাবেই নেশা জাতীয় সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা না যায় সেজন্য আইনি সংস্থান রাখারও দাবি জানানো হয়েছে। গাঁজাকে মানব কল্যানে ব্যবহারের উপর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি গুরুত্বারোপ করেছে।

প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ (হি.স.): মধ্যপ্রদেশ সঙ্কট নিয়ে অবশেষে সরব হলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। মুখে কিছু না বললেও, টুইট করে মধ্যপ্রদে সঙ্কট নিয়ে সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী। রাহুল আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে ট্যাগ করে টুইটারে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর দফতর, আপনি নির্বাচিত কংগ্রেস সরকারকে অস্থিতিশীল করার ব্যস্ততায়, হয়তো খেয়ালই করেননি যে বিশ্বব্যাপী তেলের দাম ৩৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। আপনি কী ভারতীয়দের স্বার্থে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৬০ টাকা করতে পারবেন? যা স্থগিত অর্থনীতির উন্নয়নে সাহায্য করবে।

বুধবার সকালেই মধ্যপ্রদেশ সঙ্কট এবং জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ায় কংগ্রেস-ত্যাগ সম্পর্কে রাহুল গান্ধীকে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু, সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেননি রাহুল গান্ধী। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে চলে যান রাহুল। মুখে কিছু না বললেও, টুইট করে মধ্যপ্রদেশ সঙ্কট নিয়ে সরব হয়েছেন রাহুল।

এনপিআর-এর বিরোধিতায় বাড়ি বাড়ি প্রচার সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ ।। এনপিআর অর্থাৎ জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জির বিরোধিতায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে নামল প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান সিপিআইএম বিধায়ক তপন চক্রবর্তী। এনপিআর-এর বিরোধিতায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কৈলাসহর পুর এলাকার ৬ নং ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি যান তপন চক্রবর্তী। বিধায়কের সাথে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। প্রথম দিন থেকেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এর বিরোধিতা করে আসছে সিপিআইএম দল। আগামী এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের আদমশুমারির সেনসাস শুরু হবে। তাতে যে সমস্ত তথ্য চাওয়া হবে তা প্রতিটি জনগণকে দেওয়ার অনুরোধ করছে সিপিএম দল তবে জাতীয় নাগরিক পঞ্জির বিরোধিতা করা হচ্ছে কারণ এতে এমন কিছু তথ্য চ্যায়া হচ্ছে যা সাধারণ মানুষ বিপন্ন হওয়ার পাশাপাশি বিপদে পড়বে। তাছাড়া এমন কিছু তথ্য চাওয়া হচ্ছে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনই জানা সম্ভব নয়। আর যখনই এইসব তথ্যের উত্তর দিতে পারবে না তখন ঐ সেই নাগরিককে ডি ভোটারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত সুকৌশলে একটি চক্রান্ত করছে। ভারতের সংবিধান যাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে হয় তাও আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত আজ উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার কেমেস্ট্রি/পলিটিক্যাল সায়েন্স/সোসিওলজি, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস/ পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি/ইসলামিক স্টাডিস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আজ রাজ্যের মোট ৬০টি (উপকেন্দ্র সহ ৮৬টি) উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের সবকয়টি পরীক্ষা কেন্দ্রের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আজকের পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য কোনো পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করার সংবাদ পাওয়া যায় নি। আজ নতুন সিলেবাসের উচ্চতর মাধ্যমিকের কেমেস্ট্রি/পলিটিক্যাল সায়েন্স/সোসিওলজি, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টসের পলিটিক্যাল সায়েন্স ও মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি-র ইসলামিক স্টাডিস পরীক্ষায় ২৬,১৪৯ জন পরীক্ষার্থী বসার কথা ছিল। তারমধ্যে ছাত্র ১৩,১৪৯ জন ও ছাত্রী ১৩,০০০ জন। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ২৫,১২৪ জন পরীক্ষার্থী। তারমধ্যে ছাত্র ১২,৫৪১ জন ও ছাত্রী ১২,৫৮৩ জন। অনুপস্থিতির সংখ্যা ছাত্র-৬০৮ ও ছাত্রী-৪১৭ জন। ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ৯৬.০৮।

আজকের পরীক্ষায় পর্ষদ সভাপতি ড. ভবতোষ সাহা অমরপুর, করবুক ও নতুনবাজার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। প্রতিটি জেলার ডি ই ও-দের নেতত্বে গঠিত একটি বিশেষ পর্যবেক্ষক দল প্রতিটি জেলার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তরের কয়েকটি পরিদর্শন টিমও কয়েকটি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে এই সংবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, আগামীকাল (১২ মার্চ) মাধ্যমিক (নতুন সিলেবাস) সোস্যাল সায়েন্স (হিস্ট্রি ও পলিটিক্যাল সায়েন্স) ও (জিওগ্রাফি ও ইকোনমিকস), মাধ্যমিক (পুরাতন সিলেবাস) ম্যাথমেটিকস, মাদ্রাসা আলিম (নতুন সিলেবাস) সোস্যাল সায়েন্স (হিস্ট্রি ও পলিটিক্যাল সায়েন্স) ও (জিওগ্রাফি ও ইকোনমিক) এবং মাদ্রাসা আলিম (পুরাতন সিলেবাস) ম্যাথমেটিকস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

গোমতী জেলাভিত্তিক জারি সারি উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। গোমতী জেলাভিত্তিক জারি সারি উৎসব আজ উদয়পুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীঅধিকারী বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার বলেন, জারি সারি উৎসব আমাদের সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। চিত্ত বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হলো এই জারি সারি উৎসব। অনুষ্ঠানে রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান জসীম উদ্দীন বলেন, এই উৎসবের মধ্যে বাউল সংগীত, মুর্সিদি, মারফদি, কাওয়ালী, বিয়ের গান, লালন সংগীত, গজল, লোকসংগীত জড়িয়ে আছে। হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরা রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী হারুল চৌধুরী, প্রাক্তন শিক্ষক সমীর চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা বিষ্ণুপদ দাস। উল্লেখ্য এই উৎসব উপলক্ষে গোমতী জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে জারি সারি, মুর্সিদি, মারফতি, বিয়ের গান, কাওয়ালী, ইসলামী গজল, লালন সংগীত ইত্যাদি সংগীত-নৃত্য পরিবেশন করেন জেলার শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি পদ্মমোহন জমাতিয়া।

রেলের ডিভিশন কমিটির সদস্য হলেন রামপদ জমাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। ডিভিশন্যাল রেলওয়ে ইউজার্স কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য করা হয়েছে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়াকে। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে লামডিং ডিভিশন থেকে এই খবর বিধায়ককে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, আগামী বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু স্থির করতে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত দুই বছরের জন্য তাঁকে সদস্য করা হয়েছে। বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া তাঁকে মনোনীত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বুধবার সিপাহীজলা জেলাতেই স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সোলার স্টাডি লাইট বিতরণ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

মূক ও বধির নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য বীরভূমে

সিউড়ি, ১১ মার্চ (হি. স.) : ফের ধর্ষণের অভিযোগ বীরভূমে। এবার এক মূক ও বধির নাবালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বীরভূমের দুবরাজপুর থানা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামে। হাত, পা বেঁধে রাতের অন্ধকারে ওই নাবালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে গ্রামেরই এক তরুণের বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীদের চাপে পুলিশ অভিযোগ নিলেও অভিযুক্ত এখনও পলাতক। নির্যাতিতা নাবালিকাকেকে বুধবার সকালে সিউড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য।

গ্রাম সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে গ্রামের মন্দিরের পাশে বসেছিল হতদরিদ্র দিনমজুর পরিবারের মূক ও বধির নাবালিকা। সেই সময় গ্রামেরই এক যুবক মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে অন্ধকার গলিতে টেনে নিয়ে যায়। অভিযোগ, এরপর মেয়েটির হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে ধর্ষণ করে। ঐ অবস্থায় দীর্ঘ ক্ষণ পরেছিল নির্যাতিতা। পরে কোন রকমে হাতে দড়ি ছিঁড়ে বাড়ি আসে মেয়ে টি। মেয়েটির ঠেঁটে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় মেয়েটি বাড়ি ফিরে আকারে ইঙ্গিতে তার মাকে সব জানায় এবং মেয়ের বর্ণনা শুনে মা বুঝতে পারে অভিযুক্তকে। এরপর অন্যান্য প্রতিবেশিদের জানালে গ্রামজুড়ে ক্ষোভ ছড়ায়। সকলে অভিযুক্ত বাড়ি চড়াও হয়। বেগতিক বুঝে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। নির্যাতিতার মা বুধবার অভিযোগ দায়ের করেন

ছয়ের পাতায় দেখুন

বনকুলে মহামুনি বৌদ্ধ মেলার সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। তিন দিনের বনকুল মহামুনি বৌদ্ধ মেলা গতকাল সাবমের বনকুল মহামুনি বৌদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে শেষ হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, সাবম মহকুমা প্রশাসন এবং রূপাইছড়ি ব্লক যৌথভাবে এই মেলার আয়োজন করে। রাজ্য সরকারের ৭টি দপ্তর থেকে মেলায় প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর মেলায় ৩ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মগ সম্পদায়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ত্রিপুরার বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর চিরাচরিত সংস্কৃতিও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তুলে ধরা হয়।

সন্ধ্যায় মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিধায়ক শংকর রায় রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু ভেন ড. ধম্মপিয়া, রূপাইছড়ি ব্লকের বিডিও শুভবত দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহামুনি এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান কালা মগ।

করবুকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২০০ মিটার এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মার্চ।। জনজীবনে নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় গোমতী জেলার করবুক মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। গোমতী জেলার জেলাশাসক এক আদেশবলে এই ধারা জারি করেছেন এবং তা আগামী ২ মে ২০২০ পর্যন্ত সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

গোমতী জেলার জেলাশাসকের আদেশে বলা হয়েছে, স্থানীয় কর্তপক্ষের অনুমতি ছাড়া চার জনের বেশি ব্যক্তি সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ২০০ মিটার এলাকায় সমবেত হতে পারবেন না। উক্ত সময়ে ঐ এলাকায় মহকুমা শাসকের লিখিত অনুমতি ছাড়া সাধারণ মানুষ চলাচল করতে পারবেন না। পুলিশ, নিরাপত্তা কর্মী এবং সরকারি কাজে নিযুক্ত কর্মীর ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ কার্যকরী হবে না। সীমান্তের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে বসবাসকারীদের ক্ষেত্রেও এই আদেশ কার্যকর হবে না। আদেশে বলা হয়েছে আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।